চতুর্থ অঙ্কঃ

ততঃ প্রবিশতঃ কুসুমাবচয়মভিনয়ন্ত্যৌ সখ্যৌ।

অনসূয়া।— পিঅংবদে জইবি গন্ধব্বেণ বিহিণা ণিব্বুত্তকল্লাণা সউন্তলা অণুরূবভত্তুগামিণী সংবুত্ত ত্তি ণিব্বুঅং মে হিঅঅং তহবি এত্তিঅং চিন্তনীয়ং।

প্রিয়ংবদা।— কহং বিঅ? ॥ ২ ॥

অনসূয়া।— অজ্জ সো রাএসী ইট্‌ঠিং পরিসমাবিঅ ইসীহিং বিসজ্জিও অত্তণো ণঅরং পবিসিঅ অন্তেউরসমাগও ইদোগঅং বুত্তন্তং সুমরই বা ণ বা ত্তি। ॥ ৩ ॥

প্রিয়ংবদা।— বীসদ্ধা হোহু। ণ তাদিসা আকিদিবিসেসা গুণবিরোহিণো হোন্তি। তাদো দাণিং ইদং বুত্তন্তং সুণিঅ ণ আনে কিং পডিবজ্জিস্সই ত্তি। ॥ ৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রিয়ংবদে। যদ্যপি গান্ধর্ব্বেণ বিধিনা নির্বৃত্তকল্যাণা শকুন্তলা অনুরূপভর্ত্তৃগামিনী সংবৃত্তা—ইতি নির্বৃতং মে হৃদয়ম্,—তথাপি এতাবৎ চিন্তনীয়ম্ ॥ ১ ॥

কথম্ ইব? ॥ ২ ॥

অদ্য সঃ রাজর্ষিঃ ইষ্টিং পরিসমাপ্য ঋষিভিঃ বিসৃষ্টঃ আত্মনঃ নগরং প্রবিশ্য অন্তঃপুর-সমাগতঃ ইতোগতং বৃত্তান্তং স্মরতি বা ন বা ইতি ॥ ৩ ॥

বিশ্রব্ধা ভব। ন তাদৃশাঃ আকৃতিবিশেষাঃ গুণবিরোধিনঃ ভবন্তি। তাত ইদানীম্ ইমং বৃত্তান্তং শ্রুত্বা ন জানে কিং প্রতিপৎস্যতে ইতি ॥ ৪ ॥

(কুসুম-চয়নরত সখীদ্বয়ের প্রবেশ)

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—প্রিয়ংবদে! যদিও গান্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারা শকুন্তলা যোগ্য পতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার সব আপদ কাটিয়া গিয়াছে—এই হেতু আমার হৃদয় নিশ্চিন্ত,—তবুও কিন্তু একটা বিষম ভাবনার বিষয় আছে ॥ ১ ॥

প্রিয়ংবদা।—কেমন? ॥ ২ ॥

অনসূয়া।—আশ্রমের যাগযজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ায়, ঋষিরা রাজর্ষি দুষ্যন্তকে বিদায় দিয়াছেন,—তিনিও নিজের রাজধানীতে গিয়া (নিশ্চয়ই) অন্তঃপুরের আমোদ-আহ্লাদ উপভোগ করিতেছেন, এখন কি আর আশ্রমের কোনো কথা তাঁ'র মনে আছে?—এইটাই আমার ভাবনার বিষয় ॥ ৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—ওর জন্য তোর ভাব্‌তে হবে না। সে রকম নির্ম্মল আকৃতির পুরুষ কখনো পাষাণ হ'তে পারে না। আমার কিন্তু অন্য চিন্তা। তাত কণ্ব এখন এই ব্যাপারটা শুনিয়া, না জানি, কি করিয়া বসেন ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—নির্জ্জনে, মালিনীতটের লতামণ্ডপে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলন হইয়া গিয়াছে। আশ্রমে, কণ্বের অনুপস্থিতিতে রাক্ষসরা নানারূপ উৎপাত করিতেছিল, দুষ্যন্ত মিলনমন্দির হইতে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া, সকল আপদ-বিপদ নিবারণ করিয়াছেন। নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞসমাপ্তি হইয়াছে। ঋষিরা বিদায় দিয়াছেন, সুতরাং আর কোন্ ছলেই বা আশ্রমে থাকেন? রাজা, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, স্বীয় রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছেন। এখনকার মতন আশ্রম-ঘটিত তাঁহার "সময়োচিত নিবেদন" এক প্রকার শেষ হইয়াছে—বলিতে হইবে। কিন্তু তার পর?—

শকুন্তলা কি করিতেছে, সখীবা কি করিতেছে, আর সর্ব্বোপরি স্বয়ং দুষ্যন্তই বা কি করিতেছেন? ইত্যাদি চিন্তা শকুন্তলার সমবেদনায় ব্যথিত সামাজিকগণের মনে স্বতই উদিত হইবার কথা। আশ্রমপতি কণ্বের অনুপস্থিতিতে দুষ্যন্ত বহু প্রমাণ-প্রয়োগের বলে শকুন্তলাকে রাজি করিয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু কণ্ব যখন শুনিবেন, তখন তিনি কি ভাবে এই পরিণয়-ব্যাপার গ্রহণ করিবেন, কি বলিবেন, ফলাফলই বা তাহার কি হইবে, ইত্যাদি চিন্তাও দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

আশ্রমের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসদৃশী, যাঁহার উপর ভার দিয়া কণ্ব নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে চলিয়া গিয়াছেন—সেই শকুন্তলাই বা কি ভাবে অতিথিসৎকার করিতেছে, আশ্রমের প্রধান কর্ত্তব্যও অবশ্য-পালনীয়—ধর্ম্ম কত দূর রক্ষা করিতেছে, যত দিন

অনসূয়া।— জহ অহং দেক্খামি তহ তস্স অণুমঅং হোউ। ॥ ৫ ॥

প্রিয়ংবদা।— কহং বিঅ? ॥ ৬ ॥

অনসূয়া।— গুণবস্তস্স কণ্ণআ পড়িবাদণীঅ ত্তি অঅং দাব পঢ়মো সংকপ্পো। তং জই দেববং এব্ব সংপাদেই ণং অপ্পআসেন কঅথো গুরুঅণো। ॥ ৭ ॥

প্রিয়ংবদা।— (পুষ্পভাজনং বিলোক্য) সহি অবচিআই বলিকম্মপজ্জত্তাই কুসুমাই। ॥ ৮ ॥

অনসূয়া।— ণং পিঅসহীএ সউন্তলাএ সোহগ্গদেবদা অচ্চণীআ। ॥ ৯ ॥

প্রিয়ংবদা।— জুজ্জই। তদেব কর্ম্মারভেতে। ॥ ১০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যথা অহং পশ্যামি, তথা তস্য অনুমতং ভবতি ॥ ৫ ॥

কথম্ ইব ॥ ৬ ॥

গুণবতে কন্যকা প্রতিপাদনীয়া ইতি অয়ং তাবৎ প্রথমঃ সঙ্কল্পঃ। তং যদি দৈবম্ এব সম্পাদয়তি নম্ন অপ্রয়াসেন কৃতার্থঃ গুরুজনঃ ॥ ৭ ॥

সখি! অবচিতানি বলিকর্ম্ম-পর্য্যাপ্তানি কুসুমানি ॥ ৮ ॥

নমু প্রিয়সখ্যাঃ শকুন্তলায়াঃ সৌভাগ্য-দেবতাঃ অর্চ্চনীয়াঃ ॥ ৯ ॥

যুজ্যতে ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—আমি যতটা দেখতে পাচ্ছি, তাতে এই গান্ধর্ব্ব বিবাহব্যাপারে তিনি নারাজ নন ॥ ৫ ॥

প্রিয়ংবদা।—কি ক'রে বুঝলি? ॥ ৬ ॥

অনসূয়া।—দেখ, গুণবান্ পাত্রে কন্যাদান করাই জনক জননীর প্রধান অভিলাষ। দৈবের কৃপায়, বিনা আয়াসেই যদি সেইটা ঘটে, তবে ত গুরুজনরা বর্ত্তিয়ে গেলেন—বলিতেই হইবে ॥ ৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—(ফুলের সাজির দিকে চেয়ে) সখি! পূজার উপযুক্ত ফুল ত তোলা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

অনসূয়া।—আরো তুলতে হবে। শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতার অর্চ্চনা। আরো ফুল চাই ॥ ৯ ॥

প্রিয়ংবদা।—ঠিক। (পুনরায় উভয়ের কুসুমচয়ন) ॥ ১০ ॥

সে আশ্রমবাসিনী ছিল, তত দিন ত কোনো কথাই ছিল না, কিন্তু নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্যপূর্ণ আশ্রমে রহঃপরিণীতা শকুন্তলার আতিথ্যসৎকারে, আশ্রমধর্ম্মপরিপালনে এখন অধিকারই বা কতটা, এবং সেই সঙ্গে, কন্যা শকুন্তলা পিতার পরোক্ষে যে অপরিচিতকে আত্মদান করিয়াছে, তাহারই বা পরিণাম কিরূপ, ইত্যাদি নানা বিষয় জানিবার বাসনা নিপুণ সামাজিক-হৃদয়ে না জাগিয়াই পারে না।

তাই কবি চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভেই বিষ্কম্ভকের অবতারণা পূর্ব্বক—পরবর্ত্তী ঘটনার একটা ছায়ার আভাস প্রদান করিলেন। সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সম্প্রদায়ক্রমে একটা কথা চলতি আছে যে,

কালিদাসস্য সর্ব্বস্বং অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা ॥

কালিদাসের যথাসর্ব্বস্ব হইল—অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক, তাহার মধ্যে আবার চতুর্থ অঙ্কের তুলনা নাই,—যে চতুর্থে শকুন্তলা আশ্রম ছাড়িয়া গৃহস্থ হইতে যাইতেছেন। সেই চতুর্থ অঙ্ক দর্শনের জন্য সামাজিকগণের হৃদয় কবি স্বহস্তে, মনের মত করিয়া গঠন করিয়া লইলেন।

অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কথোপকথনকালে সুলভকোপ দুর্ব্বাসার—সর্ব্বনাশকর অভিসম্পাতের বিষয় অবগত হইয়া দর্শকবৃন্দ শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। অভাগিনী শকুন্তলা যেক্ষণে "আশ্রমবিরোধী" ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, তদবধিই সখীরা তাহার জন্য চিন্তিত ছিল। শকুন্তলাও প্রথম প্রথম মনে মনে কত ভাবিয়াছিল যে, কেন একে দেখে আমার এমন হইতেছে, এ ভাবের নাম কি?—ইহা ত আশ্রমের অনুকূল ভাব নহে। কিন্তু সরলা অপ্সরার দুহিতা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই,—আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাকে পুড়িতে হইবেই। এত দিন আশ্রমে ছিল, আশ্রমের চিরশীতল বক্ষে সে অগ্নির বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা তাহাকে তত স্পর্শ করিতে পারে নাই। মনে মনে বিরহানলে পুড়িতেছিল বটে, কিন্তু সে পোড়ায় মেকি খাঁটি হয়, খাদ মরিয়া সোনা সাঁচ্চা হয়। শকুন্তলার সে পোড়ায় দুঃখ অপেক্ষা

(নেপথ্যে)।— অয়মহং ভোঃ। ॥ ১১ ॥

অনসূয়া।— (কর্ণং দত্ত্বা) সহি অদিহীণং বিঅ নিবেদিঅং। ॥ ১২ ॥

প্রিয়ংবদা।— ণং উডঅসন্নিহিআ সউন্তলা (আত্মগতম্) অজ্জ উণ হিঅএণ অসন্নিহিআ। ॥ ১৩ ॥

অনসূয়া।— হোদু। অলং এত্তিএহিং কুসুমেহিং। [প্রস্থিতে] ॥ ১৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি। অতিথীনাম্ ইব নিবেদিতম্ ॥ ১২ ॥

নমু উটজ-সন্নিহিতা শকুন্তলা। অদ্য পুনঃ হৃদয়েন অসন্নিহিতা ॥ ১৩ ॥

ভবতু। অলম্ এতাবদ্ভিঃ কুসুমৈঃ ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ।—(নেপথ্যে) এই আমি গো ॥ ১১ ॥

অনসূয়া।—(কান পেতে শুনে) সখি! কোনো অতিথি এসে যেন সাড়া দিচ্ছেন না ? ॥ ১২ ॥

প্রিয়ংবদা।—দিক্ না, শকুন্তলাই ত কুটীরে আছে, (আত্মগত) তবে আজ সে আর তাতে নাই। (অর্থাৎ শকুন্তলা আছে সত্য, কিন্তু তার হৃদয় আজ আর তাতে নাই) ॥ ১৩ ॥

অনসূয়া।—থাকুক। এই ফুলেই ঢের হ'বে।

[উভয়ের প্রস্থান ॥ ১৪ ॥

সুখই অধিক। কিন্তু আজ দুর্ব্বাসা যে আগুন জ্বালাইলেন, ইহার ধর্ম্ম অন্যরূপ, ইহাতে শকুন্তলাকে হয় ত ভস্মই করিয়া ফেলিবে। তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, একটা কোনো চিহ্ন দেখাইতে পারিলে—রাজার তাহাকে মনে পড়িবে, এবং সে চিহ্নও শকুন্তলার নিজের হাতেই আছে, রাজার নিজের দেওয়া নামাঙ্কিত অঙ্গুরী। তবুও মন্দের ভাল। কিন্তু সকলেরই মনটা যেন কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। কোথায় আত্মহারা সরলা শকুন্তলাকে দেখিয়া মমতা জন্মিবে, তাহার জীবনের পথ যাহাতে কুসুমাস্তৃত হয়, সেইরূপ আশীর্ব্বাদামৃত তাহার মস্তকে বর্ষিত হইবে, আর তার বদলে তাহার মাথায় পড়িল বজ্র। রাজা দুষ্যন্ত অনেক দিন চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোনই সংবাদ নাই। আর তিনিও কোনো সংবাদ লন না। সখীদ্বয়ের প্রাণ অস্থির হইয়াছে। তাহারা নিজের ভাবনা জানে না, দিবা-রজনী শকুন্তলার কথাই ভাবে। কেন রাজা কোনো সংবাদ দেন না, তিনি কি ভুলিয়া গেলেন, এই ভাবনায় সখীদ্বয়ের আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত নাই। কি করিলে শকুন্তলার এ দুরদৃষ্টের খণ্ডন হয়,—নিরন্তর তাহাদের এই চিন্তা। অনসূয়া আজ প্রিয়ংবদাকে লইয়া আশ্রমোপান্তে কুসুমচয়ন করিতেছে, বাসনা,—ডালা ভরিয়া ফুল তুলিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি ফুলের দ্বারা, আজ দুঃখিনী শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে যদি ঠাকুর প্রসন্ন হন, রাজার শকুন্তলাকে মনে পড়ে। হিন্দুর সংসারে, যখনই কোনো আপদ-বিপদ ঘটে, তখনই আমরা এই অপূর্ব্ব দৃশ্যটি দেখিতে পাই। সংসারের যাঁহারা প্রাণ, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সেই রমণীরা অনন্য-হৃদয়ে, আপৎপ্রশমনের জন্য, দেবতার অর্চ্চনা করেন, কত ব্রতনিয়ম পালন করেন। নারীজাতির মজ্জায় মজ্জায় যদি এইরূপ ধর্ম্মভাব আবহমানকাল নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে এত দিনে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু সংসারের, হয় ত, আরও কত অধঃপতন ঘটিত। কবি কেমন সুন্দর করিয়া ধর্ম্ম-প্রভাব-পূর্ণ হিন্দু-সমাজের, তথা হিন্দু-রমণী-হৃদয়ের একখানি নিরবদ্য চিত্র অঙ্কিত করিলেন। অথবা শুধু হিন্দু কেন, বিপদ্ যখন ঘনীভূত হইয়া আসে,—তখন হিন্দু-অহিন্দু—সকলের মধ্যেই আত্মত্রাণের জন্য, অক্ষমতাজনিত এইরূপ আকুলতা পরিলক্ষিত হয়। এই সে দিন, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ পীড়িত হইয়াছিলেন, জীবনসংশয় ঘটিয়াছিল, সকল ঐহিক চেষ্টাযত্নের কোনই ত্রুটি হয় নাই, তবুও কিন্তু রাজাধিরাজের মঙ্গলকামনায় দেশবিদেশের ধর্ম্মমন্দিরে কত উপাসনা করিয়া,—অদৃষ্টদেবতার চরণে প্রাণের উৎকণ্ঠা নিবেদন করিয়া সাধারণে স্বস্তিলাভ করিয়াছিল।

অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যখন এইরূপে কুসুমচয়নে ব্যস্ত, তখন ও দিকে আশ্রমে শকুন্তলাও একাকিনী তাঁহার আরাধ্য পুরুষের ধ্যানে নিমগ্না। একদিকে অনিমেষনেত্রে যদিও সে চাহিয়া আছে, কিন্তু সে দৃষ্টির দৃষ্টি-শক্তি নাই। সে দৃষ্টি বহিঃস্থ হইয়াও বাহ্যবস্তুর স্বরূপগ্রহণে অসমর্থ। সে দৃষ্টি শকুন্তলার মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার ধ্যেয় হৃদয়াঙ্কিত মূর্ত্তি দেখিতেছে। পুত্তলিকার নয়নের ন্যায়, সে নয়ন চিত্রিত, নিস্পন্দ, বস্তুর স্বরূপ-সংগ্রহে অক্ষম।

সেই বনতোষিণী, সপ্তপর্ণবেদিকা, ভ্রমর-বাধা,—সেই অতিথির আবির্ভাব, প্রিয়ংবদার রহস্যোক্তি, শকুন্তলার আত্ম-গোপন—সেই শিলাতলের কুসুমশয্যা, পত্র-লেখন, সহসা রাজার অভ্যুপপতন,—আর তার পর সেই—সেই সখীদ্বয়ের হরিণ ধরিবার ছলে অন্তর্ধান, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পরস্পরে আত্মসমর্পণ, শকুন্তলার কাতরতা, রাজার অনুনয়, আরও কত কি,—শেষে হঠাৎ বিঘ্নরূপিণী গৌতমীর আগমন প্রভৃতি—আজ একে একে সব শকুন্তলার চিত্ত-মুকুরে প্রতিবিম্বিত। শকুন্তলা আজ বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জ্জগতের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত, মিশ্রিত। জীবের স্থূলদেহ

(নেপথ্যে) ।— আঃ অতিথিপরিভাবিনি ।—

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্ ।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব ॥ ১৫

প্রিয়ংবদা ।— হদ্ধী হদ্ধী অপ্‌পিঅং এব্ব সংবুত্তং। কস্‌সিং বি পূআরিহে অবরদ্ধা সুণ্ণহিঅআ সউন্তলা। (পুরোঽবলোক্য) নহু জস্‌সিং কস্‌সিং বি। এসো দুব্বাসো সুলহকোবো মহেসী। তহ সবিঅ বেঅবলোপ্‌ফুল্লাএ দুব্বারাএ গঈএ পড়িনিউত্তো। কো অণ্ণো হুঅবহাদো দহিউং পভবিস্‌সদি। ॥ ১৬ ।

অনসূয়া ।— গচ্ছ পাএসু পণমিঅ ণিবত্তেসু ণং জাব অহং অগ্‌ঘোদঅং উবকপ্‌পেমি ॥ ১৭ ।

প্রিয়ংবদা ।— তহ । [নিষ্ক্রান্তা । ॥ ১৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—হা ধিক্ হা ধিক্ ! অপ্রিয়ম্ এব সংবৃত্তম্ । কস্মিন্ অপি পূজার্হে অপরাদ্ধা শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা । ন হি যস্মিন্ কস্মিন্ অপি । এষঃ দুর্ব্বাসাঃ সুলভ-কোপঃ মহর্ষিঃ । তথা শপ্‌ত্বা বেগ-বলোৎফুল্লয়া দুর্ব্বারয়া গত্যা প্রতিনিবৃত্তঃ । কঃ অন্যঃ হুতবহাৎ দগ্ধুং প্রভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥

গচ্ছ, পাদয়োঃ প্রণম্য নিবর্ত্তয় এনম্ যাবৎ অহম্ অর্ঘ্যোদকম্ উপকল্পয়ামি ॥ ১৭ ॥

তথা ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ ।—(নেপথ্যে) এত বড় আস্পর্দ্ধা ! তবে শোন্ অতিথির অবমাননাকারিণি !—শোন্ ! আমি দুর্ব্বাসা, সারা জীবন তপস্যা ছাড়া যার অন্য কাজ নেই,—সেই আমি—তোর দরজায় দাঁড়াইয়া, আর তোর খেয়াল নাই। যার ভাবনায় আত্মহারা হইয়া আজ তুই আমাকে চিন্‌তে পার্‌লি না, ঠিক জানিস্, হাজার মনে করাইয়া দিলেও, মাতাল যেমন তার প্রথম প্রতিশ্রুতি স্মা করিতে পারে না, তদ্রূপ তোর কথাও ঐ ব্যা কিছুতেই মনে করিতে পারিবে না। তা তুই যতবার মনে করাইয়া দিস্ না ॥ ১৫ ॥

প্রিয়ংবদা ।—হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ হ'লো ! কো পূজনীয় ব্যক্তির কাছে যেন শকুন্তলা অপরা ক'রে বোস্‌ল। ও ত আর ওতে নেই ! (সম্মুখে চেয়ে) ও বাবা ! যে সে নয় ! এ যে মহর্ষি দুর্ব্বাসা চুণের থেকে পান খসলে যিনি চ'টে লাল হন। উঃ, অত বড় অভিশাপটা দিয়ে কি বেগে হন্ হন্ ক'রে চ'লে যাচ্ছেন, ফিরায় কা'র সাধ্য ? তাই ত বলি,—আগুন ছাড়া কে আর দগ্ধ করতে পারে ? ॥ ১৬ ॥

অনসূয়া ।—ছুটে যা, পায়ে প'ড়ে থামা গিয়ে, আমি এর মধ্যে পাদ্য অর্ঘ্য গুছিয়ে নিয়ে আসছি ॥ ১৭ ॥

প্রিয়ংবদা ।—যাচ্ছি । [প্রস্থান ॥ ১৮ ॥

পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্মদেহ চলিয়া যায়। আজ শকুন্তলারও স্থূলদেহ মালিনী-তটের কুটীরদ্বারে নিপতিত, আর তাহার সূক্ষ্মদেহ কোথায় অন্তর্হিত ! অনশ্বর প্রেমভক্তি স্নেহ প্রীতি প্রভৃতি এই লোকের সামগ্রী নহে। লোকান্তরের পবিত্র বস্তু। তাই আজ প্রেমময়ী শকুন্তলার প্রাণও যেন লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছে। আর তাহার নশ্বর মাংসপিণ্ডময় দেহ ঐ নশ্বর লোকে ধূলায় পড়িয়া আছে।

করুণাময়, দুহিতৃসর্ব্বস্ব, পিতা কণ্ব, দ্বিতীয়-হৃদয়-সদৃশী সরলা অনসূয়া, প্রাণতুল্যা তড়িন্ময়ী প্রিয়ংবদা, স্নেহময়ী আর্য্যা গৌতমী,—এ সমস্তই আজ শকুন্তলা ভুলিয়াছে। কণ্বের বড় আদরের আশ্রম, আশ্রম-তরু-লতা, বড় আগ্রহের আশ্রম-ধর্ম্ম-পালন, অতিথির অর্চ্চনা প্রভৃতি, তিনি তীর্থযাত্রা-কালে শকুন্তলার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, শকুন্তলা যেরূপ ভুলো মেয়ে, অপ্সরার গর্ভ-সম্ভূতা বিস্মৃতিময়ী বালিকা, তাহাতে আশ্রমের কাজকর্ম্মের ভার দিলে, হয় ত কতকটা আনমনা হইয়া থাকিবে। অন্য কোনো চিন্তা আর তার মনে তত উদিত হইবে না। কিন্তু শকুন্তলা আর এখন সেই আশ্রমবাসিনী নহে। পার্থিব আশ্রমের অনেক দূরে, অনেক উচ্চে যে আশ্রম, সেই আশ্রমের যে সর্ব্বপ্রধান সঞ্জীবন তরু, সেই তরুর সর্ব্বপ্রধান সম্মোহন ফলের আস্বাদনে শকুন্তলা এখন উন্মাদিনী। কণ্ব তাপস, চিরদিন তপস্যা করেন, বনে থাকেন, ফলমূল আহরণ করেন। হৃদয়ের বেগ বা [illegible]

অনসূয়া।— (পদান্তরে স্খলিতং নিরূপ্য) অম্মো আবেঅক্খলিদাএ গঈএ পব্ভট্ঠং মে অগ্গহত্থাদো পুপ্ফভাঅণং। (পুষ্পোচ্চয়ং রূপয়তি) ॥ ১৯ ॥

(প্রবিশ্য)

প্রিয়ংবদা।— সহি পইদিবঙ্কো সো কস্স অণুণঅং পডিগেণ্হই। কিং বি উণ সাণুক্কোসো কিদো। ॥ ২০ ॥

অনসূয়া।— (সস্মিতম্) তস্সিং বহু এদং বি। কহেহু। ॥ ২১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অম্মো। আবেগ-স্খলিতয়া গত্যা প্রভ্রষ্টং মে অগ্রহস্তাৎ পুষ্পভাজনম্ ॥ ১৯ ॥

সখি। প্রকৃতিবক্রঃ সঃ কস্য অনুনয়ং প্রতিগৃহ্লাতি। কিমপি পুনঃ সানুক্রোশঃ কৃতঃ ॥ ২০ ॥

তস্মিন্ বহু এতৎ অপি। কথয় ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—(যেতে যেতে পা পিছলে) হায়, এ আবার কি হলো? তাড়াতাড়ি যেতে পা পিছলে গিয়ে আমার হাত থেকে পুষ্পপাত্র প'ড়ে গেল। এ যে ঘোর অমঙ্গলের চিহ্ন। (ফুলগুলি কুড়াইতে লাগিল) ॥ ১৯ ॥

(প্রিয়ংবদার প্রবেশ)

প্রিয়ংবদা। সখি। ঋষির স্বভাবটাই বিদ্‌কুটে। সে কি কারও স্তুতি-মিনতি শোনে? তবুও কত কষ্টে তাকে একটু নরম করেছি ॥ ২০ ॥

অনসূয়া।—(মৃদু হাস্য পূর্ব্বক) তাঁহাতে ঐটুকুই ঢের। বল্ ত—কি কল্লি ॥ ২১ ॥

প্রতাপ যে কত প্রবল, জীবের উপর তাহার যে কত আধিপত্য, তাহা বুঝি সংসার-রস-বোধ-বিমুখ বনবাসী ঋষি বিদিত নন। তাই তিনি বিস্মৃতিময়ী মুগ্ধা শকুন্তলাকে একটু কর্ম্মঠ ও আত্ম-ধারণসমর্থ করিবার মানসে, তাহার উপর আশ্রমের ভার, অতিথি-সৎকারের ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। প্রেমের প্রভাব যদি তিনি বিদিত থাকিতেন, নারী-হৃদয়ের প্রকৃত পরিমাপজ্ঞান যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে ক্রান্তদর্শী মহর্ষি কদাচ মুগ্ধা, কোমলপ্রকৃতি মেনকাত্মজার উপর এ গুরুভার অর্পণ করিতেন না। তিনি স্নেহময় পিতার চক্ষেই আশ্রমকন্যকা শকুন্তলাকে দেখিতেন, পিতৃত্ব-নিরপেক্ষ হইয়া কদাচ তিনি মেনকাত্মজা শকুন্তলাকে দেখেন নাই। তাই শকুন্তলা-হৃদয়ের সকল অংশ তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

কোমলপ্রাণা শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার মস্তকে যখন অভিসম্পাতরূপ বজ্র নিক্ষেপ করিয়া দুর্ব্বাসা ত্বরিতচরণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন শকুন্তলা ঘুণাক্ষরেও জানিল না যে, তাহার শুভ্র ললাটপট্টকে একটি কালো রেখার পাত হইল।

মানুষের এমন একটা অবস্থা বা সময় আসে, যখন সে লোকলজ্জা, ভয়, সমাজ, সদাচার—সব ভুলিয়া যায়। আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। সে বিস্মৃতির ফল ভালো কি মন্দ, অক্ষয় কি ভঙ্গুর, অমৃত কি গরল, তাহা মানুষ তখন বুঝিতে পারে না, বুঝিবার সামর্থ্যও তাহার তখন থাকে না। তরণী যতক্ষণ নিমগ্ন না হয়, ততক্ষণই তাহার বহন-যোগ্যতা, ততক্ষণই সে পারাপার করিতে সমর্থ, একবার নিমগ্ন হইলে, কোথায়—কত দূরে যে তাহার নিমজ্জনের শেষ, কত দূরে যে তাহার মুক্তিকাস্পর্শ-সম্ভাবনা, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? শকুন্তলা-তরণী নিমগ্ন হইয়াছে, কত দূরে যে আশ্রয় মিলিবে, কে বলিবে?

সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশেষ। পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা, ফুল-ফল প্রভৃতি লইয়া যেমন একটি তরু, প্রত্যেক মানব, ছোট বড়—সকলকে লইয়া তেমনই এই সমাজ। এই বিশাল সমাজ-মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া মানব ক্লান্ত-হৃদয়ে স্বস্তি প্রাপ্ত হয়, সংসারের তাপ-যাতনা ভুলিয়া যায়। সমাজ অনাথের নাথ, অপুত্রকের পুত্র, পিতৃহীনের পিতা, মাতৃহীনের স্নেহময়ী মাতার স্থানীয়। আর্য্য-সমাজ এমনই ভাবে গঠিত যে, ইহাতে কাহাকেও একাকী থাকিতে হয় না। ইহাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আত্মীয়। ইষ্টকের উপর ইষ্টক, তাহার উপর ইষ্টক, তাহার উপর ইষ্টক রাখিয়া যেমন অভ্রভেদী সৌধ গ্রথিত এবং তাহার প্রত্যেক ইষ্টক আবার পরস্পরের সাহায্যে সংসক্ত, আবার সকলের সাহায্যে, সকলের সমবেত দৃঢ়তায় সৌধ দণ্ডায়মান, সেইরূপ সকল মানুষ লইয়াই সমাজ। সমাজে প্রতি মানব পরস্পরের সাহায্যে সংসক্ত হইয়া সমাজের ক্রোড়ে সুখে অবস্থিত। এক কথায় ঐ পরস্পরাপেক্ষিণী মানব-বাহিনীর সমবায়ের নামই সমাজ। এখানে ব্যষ্টিভাবে প্রতি মানবের অল্পবিস্তর স্বাধীনতা থাকিলেও,

প্রিয়ংবদা।—জদা ণিবত্তিদুং ণ ইচ্ছদি তদা বিণ্ণবিদো মএ ভবঅং পঢ়মং ত্তি পেক্খিঅ অবিণ্ণাদ
তবপ্পহাবস্স দুহিদুজণস্স ভঅবদা এক্কো অবরাহো মরিসিদব্বো ত্তি ॥ ২২ ॥

অনসূয়া।— তদো তদো ? ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—তদো মে বঅণং অণ্ণহা ভবিদুং ণ অরিহদি কিন্তু অহিণ্ণাণাভরণদংসণেণ সাবো ণিবত্তিস্-
সদি ত্তি মন্তঅন্তো সঅং অন্তরিহিদো। ॥ ২৪ ॥

প্রাক্তভানুবাদ।—যদা নিবর্ত্তিতুং ন ইচ্ছতি, তদা বিজ্ঞাপিতঃ ময়া—ভগবন্! প্রথমম্ ইতি প্রেক্ষ্য অবিজ্ঞাততপঃপ্রভাবস্য দুর্হৃদ্জনস্য ভগবতা একঃ অপরাধঃ মর্ষয়িতব্যঃ ইতি ॥ ২২ ॥

ততঃ ততঃ ॥ ২৩ ॥

ততঃ—মম বচনম্ অন্যথা ভবিতুং ন অর্হতি কিন্তু অভিজ্ঞানাভরণদর্শনেন শাপঃ নিবর্ত্ত্যতে—ইতি মন্ত্রয়মাণঃ স্বয়ম্ অন্তর্হিতঃ ॥ ২৪ ॥

না, তখন বল্লাম—ভগবন্! শকুন্তলা আপনার কন্যার মতন, তপস্যার ক্ষমতা যে কত, তাহা যদি সে জান্‌ত, তবে কি এত বড় অপরাধ কখনো কর্ত্তে পার্‌ত? প্রথম অপরাধ মনে করিয়া এইটা তা'র ক্ষমা করুন্ ॥ ২২ ॥

অনসূয়া।—তার পর, তার পর? ॥ ২৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—শেষে,—'আমার কথা কখনো নড়তে পারে না, তবে এইটুকু কর্ত্তে পারি যে, কোনরূপ অভিজ্ঞান যদি দেখাতে পারে, তখন এ অভিশাপের মোচন হবে'—বল্‌তে বল্‌তেই কোথায় যেন তিনি তিরোহিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মার্থ।—প্রিয়ংবদা।—যখন কিছুতেই তিনি ফিরতে চান

কিন্তু, সমষ্টিভাবে সকলেই সমাজের অধীন। ঐ প্রকার পরস্পরাপেক্ষিত্ব বা পরাধীনত্ব আছে বলিয়াই সমাজ সুখের সদন। যে সমাজে এই পরস্পরাপেক্ষিত্ব নাই, প্রত্যেকেই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, পরের কথা যে সমাজে ভাবিতে জানে না,—সকলেই স্বস্বপ্রধান, সে সমাজে সুখ নাই। তাহা উচ্ছৃঙ্খল না হইয়াই থাকিতে পারে না। তাহা মানব-সমাজ নহে, দানব-সমাজ। কেবল আত্মসুখের অন্বেষণে, তাদৃশ সমাজেই নিয়ত সুন্দ-উপসুন্দের কলহ হয়, তারক-বৃত্র-প্রভৃতি অসুরের উৎপত্তি হয়।

সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে,—সকল অবস্থাতেই তুমি সমাজের অধীন। কোনো সময়ে কোনো অবস্থাতেই তুমি সমাজ হইতে স্বতন্ত্র নহ। সমাজের নিকট তোমার অশেষ কর্ত্তব্য। সমাজের মঙ্গলামঙ্গল,—মৃতরাং বিপুল জন-সমষ্টির মঙ্গলামঙ্গল তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি শোকেই অধীর হও, আর সুখেই উন্মত্ত হও, কখনও সমাজকে ভুলিও না, ভুলিলে চলিবে না। তাহাতে তোমার ও সমাজের—উভয়ত্রই অকল্যাণ। তোমার সুখ-সম্পদ্ সমাজের সুখ-সম্পদ্ হইতে স্বতন্ত্র নহে। যখন তোমার আত্ম-সুখকে তুমি সমাজ হইতে পৃথক্ করিয়া লইবে, কেবল নিজের সুখেরই স্বপ্ন দেখিবে, জানিও, তখনই তোমার পতন নিকটবর্ত্তী, তোমার সুখ-যামিনী অবসিতপ্রায়।

শকুন্তলা আপনার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জগৎকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। কণ্ব, কণ্বাশ্রম, আশ্রম-তরু, আশ্রম-মৃগ—প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়াছিল। সে নিজের সুখ-দুঃখ, নিজের ভাবনা,—সমাজের অঙ্ক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিল। সমাজের চির-সংসক্ত গ্রন্থি শিথিল করিয়াছিল। সে সমাজের অন্তঃশায়িনী থাকিয়াও, জ্ঞাত-সারেই হউক, আর অজ্ঞাত-সারেই হউক, সমাজকে অবজ্ঞা করিয়াছিল। শকুন্তলা বহুজনমধ্য-বাসিনী থাকিয়াও, আপনাকে, তাহার ক্ষুদ্র নিজত্বকে,—একাকী, অসহায়, অন্য-নিরপেক্ষ করিয়া লইয়াছিল। তাই সমাজের কঠোর শাসন তাহার উপর পতিত হইল। আর সে একাকিনীই সেই দণ্ড ভোগ করিল। সমাজের অন্য কেহ তাহার ছায়াও স্পর্শ করিল না। সে যতই ব্যাকুল হউক, যতই আত্মবিস্মৃত হউক, সমাজের নিকট তাহার যে কর্ত্তব্য, তাহা তাহাকে পালন করিতে হইবেই হইবে। যদি তাহা সে না করে, সমাজের সে ক্ষমার অযোগ্যা। সমাজের কঠোর শাসনবজ্র তাহার মস্তকে পতিত হইবে। প্রত্যক্ষে হউক, পরোক্ষে হউক, সে দণ্ডের পতন অনিবার্য্য। অতিথি-সেবা আশ্রমীর প্রধান কর্ত্তব্য। শকুন্তলা নিজের জন্য অন্ধ হইয়া সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছে, তাই সমাজের কঠোর শাসনরূপী দুর্ব্বাসার নির্ম্মম অভিশাপ আজ বিস্মৃতিময়ী শকুন্তলার মাথায় পড়িল। শাসনের উদ্দেশ্য সংশোধন, ধ্বংস নহে, তাই দুর্ব্বাসার অভিশাপে শকুন্তলা ভস্মীভূত হইল না। সে অভিশাপ অঙ্গুরীয়ক-দর্শনান্ত হইল। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য, সমাজরূপী নৃপতির দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। যে মোহে শকুন্তলার এই আত্মবিস্মৃতি, সে মোহ সমূলে তাড়িয়া দেওয়া হইল।

মহাকবি, এই অভিশাপের সৃষ্টি পূর্ব্বক এক দিকে মহাভারতের কামাধীন দুষ্মন্তের কামুকত্বের নিরাস করিলেন,

অনসূয়া।— সক্কং দাণিং অস্সসিদুং। অত্থি তেণ রাএসিণা সংপত্থিদেণ সণামহেঅঙ্কিদং অঙ্গুলীঅঅং সুমরণীঅং ত্তি সঅং পিণদ্ধং তস্সিং সাহীণোবাআ সউন্তলা হোহিই ॥ ২৫ ॥

প্রিয়ংবদা।—সহি এহি দেত্তকজ্জং দাব ণিব্বত্তেম। (পরিক্রামতঃ)। ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(অবলোক্য)। অণসূএ পেক্‌খ দাব বামহত্থোবহিদবঅণা আলিহিদা বিঅ পিঅসহী ভত্তগদাএ চিন্তাএ অত্তাণং বি ণ এসা বিভাবেই কিং উণ আঅন্তুঅং ॥ ২৬-ক ॥

অনসূয়া— পিঅংবদে দুবেণং এব্ব ণো মুহে এসো বুত্তন্তো চিট্ঠদু। রক্‌খিদব্বা ক্‌খু পইদিপেলআ পিঅসহী। ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ংবদা।— কো দাণিং উণ্‌হোদএণ ণোমালিঅং সিঞ্চই। ॥ ২৮ ॥

উভে।— [নিষ্ক্রান্তে। ॥ ২৯ ॥

বিষ্কম্ভকঃ।

প্রাকৃতানুবাদঃ।—শক্যম্ ইদানীম্ আশ্বসিতুম্। অস্তি তেন রাজর্ষিণা সম্প্রস্থিতেন স্বনামধেয়াঙ্কিতং অঙ্গুরীয়কং স্মরণীয়ম্ ইতি স্বয়ং পিনদ্ধম্, তস্মিন্ স্বাধীনোপায়া শকুন্তলা ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

সখি। এহি দেবকার্য্যং তাবৎ নির্ব্বর্ত্তয়াবঃ ॥ ২৬ ॥

অনসূয়ে। প্রেক্ষস্ব তাবৎ—বামহস্তোপহিত-বদনা আলিখিতা ইব প্রিয়সখী ভর্তৃগতয়া চিন্তয়া আত্মানম্ অপি ন এষা বিভাবয়তি, কিং পুনঃ আগন্তুকম্ ॥ ২৬—ক ॥

প্রিয়ংবদে। দ্বয়োঃ এব আবয়োঃ মুখে এষঃ বৃত্তান্তঃ তিষ্ঠতু। রক্ষিতব্যা খলু প্রকৃতিপেলবা প্রিয়সখী ॥ ২৭ ॥

কঃ ইদানীম্ উষ্ণোদকেন নবমালিকাং সিঞ্চতি ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।— অনসূয়া।—তা হ'লে এখন মনকে কতকটা প্রবোধ দেওয়া যেতে পারে। রাজর্ষি দুষ্যন্ত রাজধানীতে ফিরিয়া যাবার কালে—"এই স্মৃতিচিহ্নটা থাকুক" বলিয়া তাঁহার নিজের নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরী স্বহস্তে সখীকে পরিয়ে দিয়েছিলেন, সুতরাং প্রয়োজন হইলে, শকুন্তলা নিজেই বিলি-ব্যবস্থা করিতে পারিবে। অপর কাহারও দরকার হইবে না ॥ ২৫ ॥

প্রিয়ংবদা।—সখি। চল দেবার্চ্চনাটা সেরে ফেলি গিয়ে। (উভয়ের অগ্রগমন) ॥ ২৬ ॥

প্রিয়ংবদা।—(সম্মুখে চেয়ে) অনসূয়ে। একবার চেয়ে দেখ, বা হাতে মুখ রেখে শকুন্তলা কি ভাবে ব'সে আছে। যেন কেউ একে এঁকে গ্যাছে। সেই রাজার ভাবনায় ও আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে, অতিথিকে যে হবে—তা'তে আর বিস্ময়ের কি আছে? ॥ ২৬—ক ॥

অনসূয়া।—প্রিয় বদে। আমাদের দু'জনের মুখেই এই কথাটা থাকুক। প্রিয়সখী শকুন্তলা যেরূপ নরম প্রকৃতির মেয়ে, তাতে যে ভাবে হোক, তাকে রক্ষা কর্ত্তে হবেই হবে ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—তা' আর বল্‌তে হবে না। নবমালিকা লতায়, কে, বল, গরম জল ঢেলে থাকে? ॥ ২৮ ॥

[উভয়ের প্রস্থান ॥ ২৯ ॥

বিষ্কম্ভক সমাপ্ত

মহাভারতের পার্থিব দুষ্মন্তকে অপার্থিব করিলেন, প্রাচীন কীট-দষ্ট দারুময়ী প্রতিমার পরিবর্ত্তে স্বর্ণপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিলেন, আবার নির্ম্মল শারদকৌমুদী দ্বারা সেই প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া লইলেন, আর অন্যদিকে, এই শাপের সৃষ্টিপূর্ব্বক কবি, সমাজ এবং সমাজবাসীর সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা, সমাজ এবং সামাজিক—পরস্পরের পরস্পরাপেক্ষিতা তথা অন্যোন্যকর্ত্তব্যতার জলন্তী মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। নির্ম্মাণ-দক্ষতা-প্রভাবে, কবি, একই চিত্রপটে এমন একখানি মূর্ত্তি অঙ্কন করিলেন যে, দুইদিক হইতে দেখ,—সেই একই মূর্ত্তিতে দুইটি সুন্দর ছবি দেখিতে পাইবে। সেই দুইখানি ছবিরই ভঙ্গি, ঠাম, হাব-ভাব—সম্পূর্ণ পৃথক্, অথচ তাহা একই মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত। সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ইহা পরাকাষ্ঠা, কবিত্বের ইহা চরম উৎকর্ষ।

শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্ক যেমনই গম্ভীর অথচ আবেগোচ্ছল,—তাহার বিষ্কম্ভকও তদ্রূপ সুগভীর ভাবপূর্ণ ও রসভাব-সমুজ্জ্বল। সহৃদয়হৃদয় এতদ্দর্শনে বিমোহিত না হইয়া যায় না। "তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ" এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য ॥ ১—২৯ ॥

ততঃ প্রবিশতি সুপ্তোত্থিতঃ শিষ্যঃ।

শিষ্যঃ।— বেলোপলক্ষণার্থমাদিষ্টোঽস্মি তত্রভবতা প্রবাসাৎ উপাবৃত্তেন কাশ্যপেন। প্রকাশং নির্গতস্তাবদবলোকয়ামি কিয়ৎ অবশিষ্টং রজন্যা ইতি। (পরিক্রম্যাবলোক্য চ) হন্ত প্রভাতম্। তথাহি—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্ আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥

অপিচ—

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংস্মরণীয়শোভা।
ইষ্টপ্রবাস-জনিতান্যবলাজনস্য দুঃখানি নূনমতিমাত্রসুদুঃসহানি ॥ ॥ ৩০ ॥

(নিদ্রা হইতে উঠিয়া কণ্বের এক জন শিষ্যের প্রবেশ)

বঙ্গার্থ।—শিষ্য।—গুরুদেব কাশ্যপ (কণ্ব) গত রাত্রিতে প্রবাস হইতে ফিরিয়াই আমাকে আদেশ করিয়াছেন, "প্রভাতের দিকে একটু দৃষ্টি রাখিও, খুব ভোর ভোর এসে আমাকে খবর দিও," অতএব বেরিয়ে দেখি ত, কতটুকু রাত্রি আছে। (বেরিয়ে এসে চারিদিক চেয়ে) অহো! ভোর হয়ে গ্যাছে দেখছি; প্রভাতকালের কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! ব্রীহি, যব, গোধূম, কলায় প্রভৃতি ওষধি-সমূহের পরম শ্রীসম্পাদক অধিপতি চন্দ্র ঐ পশ্চিমদিকে অস্তগমন করিতেছেন, যাবার সময়, তাঁহার নিশাকালোচিত সে জগন্মনোহর ও নয়নানন্দ সৌন্দর্য্যের কিছুই নাই, আর পূর্ব্বদিকে অর্ক—ত্রিজগতের অর্চ্চনীয় সূর্য্যদেব আবির্ভূত হইতেছেন। তাঁহার এই অভ্যুদয়কালে তদীয় পুরোভাগে অরুণ আসিতেছেন, সহস্ররশ্মির ত কথাই নাই, ঐ অরুণের প্রভাবেই জগতের সকল তিমির অপসৃত ও ব্রহ্মাণ্ড লোহিতাভ হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহার অস্তগমন, তিনি একা, যাঁহার অভ্যুদয়, তাঁহার আগে আগে কত জাঁক! তিনি আজ অর্ক, অর্চ্চনীয়। অভ্যুদয়শীল সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যের দ্বারা জগদ্বাসীরা অর্চ্চনা করিতে সমুৎসুক। উত্থান এবং পতনের কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আজ একই সময়ে এই তেজোময় বস্তুদ্বয়ের বিপদ্ এবং সম্পদের দ্বারা নিজের নিজের দুঃখের ও সুখের দশায় জীবকে যেন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, "চিরদিন কভু সমান না যায়।" যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝানো হইতেছে যে,—

"কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা,
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥"

"এ সংসারে কভু কার নাহিক সুখের পার,
কভু বা নিরখি তার দুঃখ নিরন্তর।
জীবের অবস্থা যত, চাকার ধারের মত
কভু নীচে পড়ে, কভু উঠিছে উপর।"
(হৃষীকেশ শাস্ত্রী)

ঐ ত আকাশে অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রের এবং উদয়োন্মুখ সূর্য্যের ঐ অবস্থা, আবার এ দিকে ভূতলে ঐ সরোবরে কুমুদিনীর কি শোচনীয় দশা! চন্দ্রমাশালিনী গত রজনীতে যে কুমুদিনীর দিকে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত, সেই কুমুদিনী চন্দ্রের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কি হইয়া গিয়াছে! সেই নৈশ সৌন্দর্য্যের লেশও এখন উহাতে নাই। ও-ই যে সেই কুমুদিনী এবং উহারই যে সেই অনুপম কান্তি ছিল, এসব এখন স্মৃতির বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নতুবা উহাতে তাহার কোন চিহ্নই আর এখন নাই! অচেতন কুমুদিনীরই যখন কুমুদ-বান্ধবের বিরহে এই অবস্থা, তখন না জানি, যাহারা চৈতন্য-সম্পন্ন, অথচ সম্পূর্ণ অসহায়, প্রতীকারের কোনো হাত যাহাদের নাই, সেই সকল (অবলা) ললনাদের পক্ষে বাঞ্ছিত ব্যক্তির দূরদেশে অবস্থানে কত অসহ্য কষ্টই হয়॥ ৩০॥

তাৎপর্য্য।—আজ শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনের দিন। যথাসময়ে কেন শকুন্তলার অনুরূপ পাত্র জুটিতেছে না, কেন মেয়ে দিন দিন একটু ভুলো-ভুলো হইতেছে, ঋষির মেয়ে হইলে তত ভাবনার কথা ছিল না, এ যে অপ্সরার মেয়ে,—যতই আশ্রমে থাকুক্ বা আশ্রমের কৃচ্ছ্রতা-কঠোরতা অভ্যাস করুক না কেন, মেয়ের উপর মাতার প্রভাব,—অপ্সরা মেনকার প্রভাব যে একেবারেই থাকিবে না,—ইহা ত কদাচ সম্ভবপর নহে,—সুতরাং যৌবনোল্লাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে পারিলে তাত কণ্ব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। শকুন্তলা আশ্রম-বাসিনী।

(প্রবিশ্য অপটীক্ষেপেণ)

অনসূয়া।— জইবি ণাম বিসঅপরম্মুহস্স জনস্স এদং ন বিদিঅং তহবি তেন রণ্ণা সউন্তলাএ অণজ্জং আচরিদং। ॥ ৩১ ॥

শিষ্যঃ।— যাবদুপস্থিতাং হোমবেলাং গুরবে নিবেদয়ামি। [নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ৩২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যদ্যপি নাম বিষয়পরাঙ্মুখস্য জনস্য এতৎ ন বিদিতম্, তথাপি তেন রাজ্ঞা শকুন্তলায়াম্ অনার্য্যম্ আচরিতম্ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—জটিল সংসারের ব্যাপার যে কত-দূর জটিলতম,—আর সেই সঙ্গে সংসারী লোকেরাও যে কিরূপ ব্যবহার করিতে পারে, ও কোন্‌টা তাহাদের কর্ত্তব্য—কোন্‌টাই বা অকর্ত্তব্য ইহার বিন্দুবিসর্গও সংসারবিরক্ত বনবাসীরা যদিও জানে না, তবুও কিন্তু রাজার পক্ষে শকুন্তলা সম্বন্ধে ভাল ব্যবহার করা হয় নাই। প্রত্যুত তিনি শকুন্তলার উপর ঘোর অবিচারই করিয়াছেন। এতদিন কি এমন চুপ-চাপ থাকা তাহার উচিত হইয়াছে? ॥ ৩১ ॥

শিষ্য।—যাই,—গুরুকে বলি গিয়া যে, হোমের সময় আগত-প্রায় ॥ [প্রস্থান ॥ ৩২ ॥

চিত্তসংযম যে স্থানের প্রধান ব্রত, সেই স্থানে তাহার বাস। অনসূয়া-প্রিয়ংবদার আকার-প্রকার-দর্শনে, তাহাদের সম্বন্ধে কণ্বের কোনই চিন্তা ছিল না। কিন্তু বাল্যাবধি শকুন্তলার মুগ্ধভাব দেখিয়া কণ্ব বুঝিয়াছিলেন যে, এ মেয়ে আশ্রমের কঠোরতার ভার বহন করিতে পারিবে না। তাই তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, অনুরূপ বর পাইলেই শকুন্তলাকে সঁপিয়া দিবেন। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, অথচ বরের সন্ধান নাই, তাই চিন্তাকুল পিতা কণ্ব বর্দ্ধমানা কন্যার ফ্রবদৃষ্ট-শান্তির জন্য তীর্থে গমন করিলেন, বাসনা,—একবার শান্তিস্বস্ত্যয়ন করিয়া দেখিবেন। আজন্ম ব্রহ্মচারী তপোরত নিষ্কাম মহর্ষি কণ্বের হৃদয়ে যেমন শকুন্তলার মঙ্গল-চিন্তা উদিত হইল,—অমনি, তিনি যাইতে না যাইতেই অনুরূপ বর আসিয়া জুটিল। তাদৃশ তাপস-প্রধানগণের বাসনার উদয় হইতেই যেটুকু বিলম্ব, নতুবা উদিত বাসনার সিদ্ধিতে বিলম্ব ঘটে না, এ স্থলেও ঘটিল না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তীর্থগমনকালে কণ্ব আশ্রমের ভার ভগিনী গৌতমীর বা কন্যকা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার উপর দিয়া গেলেন না। দূরদর্শী পিতামাতা এবং শ্বশুর-শাশুড়ী যেমন যথাক্রমে বালবিধবা কন্যা এবং পুত্রবধূদের উপর কর্ম্মবহুল সংসারের ভার অর্পণপূর্ব্বক তাহাদিগকে অন্যমনস্ক রাখিতে প্রয়াস পান, তদ্রূপ দূরদর্শী কণ্বও প্রকৃতি-মুগ্ধা শকুন্তলার উপর আশ্রমের ভার ন্যস্ত করিয়া গেলেন। ভাবিলেন—ইহাতে হয় ত কন্যা কতকটা ভুলিয়া থাকিবে। তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। পুণ্যময় হোমগৃহে ঢুকিয়াই অশরীরিণী দৈববাণীর মুখে সমস্ত শুনিলেন ও তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করিলেন যে, এ মেয়েকে আশ্রমে রাখা আর সঙ্গত নহে। তিনি শকুন্তলাকে বিদায় দিতে মনস্থ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ক্রোধের কোনই কারণ ছিল না, তিনি ক্রোধ করেনও নাই। শকুন্তলা ক্ষত্রিয়-কন্যা, দুষ্মন্তও ক্ষত্রিয়-প্রধান, তাই এতাদৃশ যোগ্য সমাগমে কণ্ব সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। বিদায় করাই যখন কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তখন আর বিলম্ব কেন? ঝটিতি কর্ত্তব্যের সাধনই মহামনার লক্ষণ। তাই মনস্বী কণ্ব, সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই, একজন শিষ্যকে বলিয়া রাখিয়াছেন '—অতি প্রত্যূষে উঠিও, সকল ব্যবস্থা করিতে হইবে।" গুরুর আদেশমতে কুটীরের বহির্দ্দেশে আসিয়াই শিষ্য দেখিলেন,—প্রভাত হইয়াছে। শিষ্যের সহসা চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিল। উষার স্বর্ণচ্ছটায় যখন তিমির-প্রসুপ্তা বসুন্ধরা হাসিয়া উঠেন প্রাতঃসমীরণের সুখ-স্পর্শ করসঞ্চালনে ব্রহ্মাণ্ড যখন রোমাঞ্চিতকায় হয়, তখন অতিবড় পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে এবং অতিকঠিন বজ্রেরও কঠিনতম মর্ম্মস্থল দ্রবীভূত হয়, সুতরাং আজন্ম শ্যামলবনবীথিকার ক্রোড়ে যাহারা সংবর্দ্ধিত, তাদৃশ প্রকৃতির প্রিয় সন্তানদিগের চিত্ত যে বিগলিত এবং ভাবাবিষ্ট হইবে, ইহাতে আর কথা কি? প্রভাতকল্পা রজনীর শেষ মুহূর্ত্তে শিষ্য বাহির হইয়াই দেখিলেন—একদিকে রজনীপতির অস্তগমন, অন্যদিকে দিনপতির অভ্যুদয়। তিনি যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া পড়িলেন ও আপন মনে বলিতে লাগিলেন—'হায়! এই চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় মানুষেরও ত উদয় এবং অস্ত, উন্নতি এবং অধঃপতন নিয়ন্ত্রিত। ক্ষণকাল পূর্ব্বে যিনি স্বকীয় অমৃত-ধারায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, সেই ওষধিপতি চন্দ্র ঐ একদিকে অস্তগত-প্রায়, আর সূর্য্যদেব ঐ অপরদিকে সমুদিত। চন্দ্রের এই বিপদের সময়ে তাঁহার সঙ্গে আর কেহই নাই, তিনি একাকীই ডুবিতেছেন। আর দিনমণির এইটা অভ্যুদয়ের সময়, তাই তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই, অরুণ অগ্রসর হইয়া [illegible] করিয়াছেন।' বলিতে বলিতে আত্মবিস্মৃত কণ্ব-শিষ্য অরুণ-লোহিত

অনসূয়া।— পড়িবুদ্ধা বি কিং করিস্সং। ন মে উইদেসু বি ণিঅকরণিজ্জেসু হত্থপাআ পসরন্তি। কামো দাণিং সকামো হোদু জেণ অসচ্চসন্ধে জণে সুদ্ধহিঅআ সহী পদং কারিদা। অহবা দুব্বাসসো সাবো এসো বিআরেদি। অগ্গহা কহং সো রাএসী তারিসাণী মন্তিঅ এত্তিঅস্স কালস্স লেহমেত্তং বি ণ বিসজ্জেদি। তা ইদো অহিণ্ণাণং অঙ্গুলীঅঅং সে বিসজ্জামো। দুক্খসীলে তবস্সিজণে কো অব্ভত্থীঅদু। ণং সহীগামী দোসো ত্তি ববসিদা বি ণ পারেমি পবাসপড়িণিউত্তস্স তাদকস্সবস্স দুস্সন্তপরিণীদং আবণ্ণসত্তং সউন্তলং ণিবেদিদুং। ইত্থং গএ অম্হেহিং কিং করণিজ্জং। ॥ ৩৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রতিবুদ্ধা অপি কিং করিষ্যামি। ন মে উচিতেষু অপি নিজকরণীয়েষু হস্তপাদং প্রসরতি। কামঃ ইদানীং সকামঃ ভবতু, যেন অসত্য-সন্ধে জনে শুদ্ধ-হৃদয়া সখী পদং কারিতা। অথবা দুর্ব্বাসসঃ শাপঃ এষঃ বিকারয়তি। অন্যথা কথং সঃ রাজর্ষিঃ তাদৃশানি মন্ত্রয়িত্বা এতাবন্তং কালং লেখমাত্রম্ অপি ন বিসৃজতি। তৎ ইতঃ অভিজ্ঞানম্ অঙ্গুরীয়কং তস্মৈ বিসৃজামঃ। দুঃখশীলে তপস্বিজনে কঃ অভ্যর্থ্যতাম্। ননু সখীগামী দোষঃ ইতি ব্যবসিতা অপি ন পারয়ামি প্রবাস-প্রতিনিবৃত্তায় তাতকাশ্যপায় দুষ্যন্তপরিণীতাম্ আপন্ন-সত্ত্বাং শকুন্তলাং নিবেদয়িতুম্। ইত্থঙ্গতে অস্মাভিঃ কিং করণীয়ম্ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—অনেকক্ষণ জাগিয়াছি। কিন্তু জাগিয়াই বা কি করব? রোজ সকালে উঠে যে সব্ কাজ না কর্লেই নয়, আজ সে সকল কাজেও হাত-পা নড়তে চাচ্ছে না। কন্দর্পের বাসনাই পূর্ণ হউক, শকুন্তলাকে পুড়িয়ে মারুক। কন্দর্পই ত এই সর্ব্বনাশ ঘটালে। মিথ্যাবাদী,—যার প্রতিজ্ঞার কোনো মূল্য নাই, এমন প্রতারক দুষ্মন্তের জন্য আমাদের নির্ম্মল-হৃদয়া সখী শকুন্তলাকে পাগল ক'রে তুল্লে! অথবা দুষ্মন্তের এই ভুলে থাকায় হয় ত কোনই দোষ নাই, দুর্ব্বাসার অভিশাপেই তার এমন বিকৃতি ঘটেছে। না হ'লে—সেই অত বড় রাজর্ষি, অত কথা বলিয়া, অমন প্রতিজ্ঞা করিয়া এত দিন এক-খানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখলে না! আচ্ছা, এখান থেকে সেই নামাঙ্কিত আংটিটি চিহ্নস্বরূপ পাঠাই না কেন? তা' হ'লে রাজার মনে পড়তে পারে। কিন্তু কাকেই বা এ অনুরোধ করি? সকল তপস্বীর জীবনই ত অনন্ত কৃচ্ছ্র কষ্টময়, তাদের কাহাকে বল্‌তেও যে বাধো বাধো ঠেকে। পাছে সখীর উপর দোষ চাপে, সে অপরাধিনী হয়,—এই জন্য, প্রবাস হইতে ফিরে এলেও তাত কণ্বকে এ সব কথা বল্‌তে পার্চ্ছি না, কতবার বলি বলি করেও বলতে সাহসে কুলোচ্ছে না। কোন্ মুখে তাঁহার কাছে বল্‌বো যে, দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার পরিণয় হয়ে গেছে ও সে এখন গর্ভবতী, তিনি ভাববেন কি? এখন কি করি? ॥ ৩৩ ॥

আকাশ হইতে নয়ন পরাবৃত্ত করিয়া শিশির-শীতলা বসুধার দিকে চাহিলেন ও আপন মনে পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন—'ঐ দূরে শশী অস্তমিত, শশিপ্রিয়া কুমুদিনীর আর এখন সে শোভা নাই, তাহা এখন স্মৃতির বিষয় হইয়াছে। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যে কুমুদিনী শশধর-করস্পর্শে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন ছিল, মুহূর্ত্ত পরে, সেই কুমুদিনীরই এই দশা! ইহা দেখিয়া মনে হয়, অবলাজাতির বাঞ্ছিতবিয়োগের দুঃখ বুঝি বা বড়ই ভয়ঙ্কর।" শিষ্য তিনি, ঋষি তিনি, আজন্ম ব্রহ্মচারী তিনি,—বাঞ্ছিত-বিয়োগের আঘাত যে কত বড়, কি ভয়ঙ্কর, তাহা ত ভুক্তভোগিরূপে তাঁহার জানা নাই। তবে এই অচেতন উদ্ভিদেরই যখন এই অবস্থা, তখন চৈতন্যসম্পন্ন যাহারা, তাহাতে আবার যাহাদের অন্য কোনো বল বা আশ্রয় নাই, সেই হৃদয়মাত্র-সম্বলা ললনা যাহারা, তাহাদের যে দুঃখের পরিমাণ কত অধিক, তাহা ঋষি কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াই সমবেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। কি অনুপম চিত্র! সেই প্রথম অঙ্কে—নাটকের প্রারম্ভভাগে,—মৃগানুসারী, বাণক্ষেপোদ্যত রাজা ও পলায়মান ভয়ার্ত্ত মৃগের মধ্যস্থলে অকস্মাৎ আপতিত,—আত্মপ্রাণে ভ্রূক্ষেপ-শূন্য বৈখানসের হৃদয় যে কত সবল, তাহা দেখিয়াছি, আবার এখন এই প্রিয়বিচ্ছেদকাতরা বিষাদিনী কুমুদিনীর ম্লান-মুখ দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় ঋষি-শিষ্যের

(প্রবিশ্য)

প্রিয়ংবদা — (সহর্ষম্) সহি তুবর তুবর সউন্তলাএ পত্থাণকোদুঅং নিব্বত্তিদুং ॥ ৩৪ ॥

অনসূয়া ।— সহি কহং এদং । ॥ ৩৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ ।—

(প্রবিশ্য)

সখি ! ত্বরস্ব ত্বরস্ব শকুন্তলায়াঃ প্রস্থানকৌতুক- নির্ব্বর্ত্তয়িতুম্ ॥ ৩৪ ॥

সখি ! কথম্ এতৎ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ ।— (প্রিয়ংবদার প্রবেশ)

প্রিয়ংবদা ।—(সহর্ষে) শীগ্‌গির চল্, শকুন্তলা এখন যাবে, চল্—তা'র যাত্রাকালের মঙ্গলাচারগুলি ক'রি গিয়া ॥ ৩৪ ॥

অনসূয়া ।—সে কি সখি ! বলিস কি ? ॥ ৩৫ ॥

অন্তঃকরণ যে কত কোমল, কত মধুর,—তাহাও দেখিলাম। দেখিলাম,—যে কিছুই জানে না, বিরহের তীব্রতার কোন জ্ঞান যাহার নাই, যে বালকের মত সরল, তাহারও হৃদয়,—আশ্রম-বাসের চিরন্তন মাহাত্ম্যে দেবদুর্লভ সম্পদ্ সমবেদনায় অলঙ্কৃত, চেতনাচেতননির্ব্বিশেষে সমান দয়ার্দ্র।

শকুন্তলার পতিগৃহ-প্রস্থানাভিনয় আরব্ধ হইবার পূর্ব্বেই রঙ্গমঞ্চে, কণ্বশিষ্যকে আনিয়া চন্দ্রসূর্য্যের অস্তোদয় এবং কুমুদিনীর অবসাদ বর্ণনচ্ছলে, কবি দর্শকদিগের অন্তঃকরণে একটি নূতন ভাবনার সঞ্চার করিলেন। উদয়ের পর অস্ত, হর্ষের পর বিষাদ,—ইহা বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম,—এ কথাটা শতশঃ বিদিত থাকিলেও দর্শকদিগকে আর একবার ঐ সত্য মনে করাইয়া দিলেন। বাঞ্ছিত-বিয়োগ-দুঃখ, অবলাদের—পতি-চিন্তা, পতি-ধ্যান ব্যতিরেকে যাহাদের হৃদয়ের অন্য বল নাই, সেই অবলাদের পক্ষে যে কি অসহ্য, কি যাতনাপ্রদ, তাহা কুমুদিনীর নিদর্শনে, দর্শকদিগকে অনেকটা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। আর কিয়ৎকাল পরেই, শকুন্তলার দুষ্যন্ত-কৃত প্রত্যাখ্যানসময়ে, যে হৃদয়-বিদারী শোকের, যে ভয়ঙ্কর দুঃখের অভিনয় হইবে, তজ্জন্য দর্শকদিগের হৃদয়ক্ষেত্র, যেন কবি, এখন হইতেই প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই শিষ্য-বাক্য শ্রবণে দর্শকদিগের হৃদয়ে যে চিত্রের অস্পষ্ট ছায়া পতিত হইল, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান সেই চিত্রেরই সুস্পষ্ট মূর্ত্তি ॥ ৩০ ॥

শিষ্যের উক্তিতে,—'লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু'—কথায়,—দর্শকগণ যখন ভাবিতেছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কার দিয়া বাজিতেছিল —

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চির-সারথি ! তব রথ-চক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি ॥" (রবীন্দ্রনাথ)

যখন সুখ-দুঃখময় সংসারের নানা ভাবশবল চিত্র তাঁহাদের মানসপটে বিদ্যুদ্‌বিলাসের ন্যায় ভাসিতেছিল, ভাঙ্গিতেছিল, ডুবিতেছিল,—তেমনই মাহেন্দ্রক্ষণে অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চে অনসূয়া প্রবেশ করিল। সাধারণতঃ কোন পাত্র-প্রবেশের সময়ে প্রথমতঃ দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হয়, দর্শকরা বুঝিতে পারেন যে, এইবার কোনো নূতন পাত্রের আবির্ভাব হইবে। তাঁহারা সপ্রত্যাশ-হৃদয়ে আগন্তুক অভিনেতার উদ্দেশে অপেক্ষা করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্যরূপ ঘটিল। পটক্ষেপ হইল না। কেহ কিছু জানিল না, হঠাৎ দোদুল্যমান দৃশ্যপটের এক পাশ দিয়া, অন্তরাল হইতে অনসূয়া আসিয়া দেখা দিল। অনসূয়া ছুটিয়া আসে নাই, রাত্রিকালে যে পর্ণশয্যায় তাপস-কুমারী শয়ন করিয়াছিল, সেই শয্যায় তদবস্থায় নিশাশেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে তাহার সন্দর্শন ঘটিল।

সুপ্তোত্থিত কণ্বশিষ্যের সনির্ব্বেদ-উক্তিতে পূর্ব্ব হইতেই দর্শকদিগের হৃদয় নবনীতবৎ কোমল হইয়াছিল, দ্বন্দ্বপূর্ণ ইহ-জগতের বিষম চিন্তা করিতে করিতে, শকুন্তলার ভাগ্যের কথাও মাঝে মাঝে তাঁহাদের হৃদয়ে যে না জাগিতেছিল, তাহা নহে। এমন সময়ে শকুন্তলার প্রিয়সখী অনসূয়ার আবির্ভাবে ঝটিতি তাঁহাদের চিত্ত শকুন্তলার স্মৃতিতে ভরিয়া গেল। এ দিকে অনসূয়াও আবার সেই স্মৃতিফলকে বর্ণবিন্যাস করিতে লাগিল। কহিল,—আমরা বিষয়-জ্ঞান-বর্জ্জিত, সরল, যে যাহা বলে, তাহাই বিশ্বাস করি,—রাজার সেই কত কথা, লতামণ্ডপে আত্মবিহ্বলা শকুন্তলাকে কত মনোহর বাক্য-দান, প্রতিশ্রুতি-দান, হৃদয়-দান, আর আমাদের কাছে—রাজার সেই—

"পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্র-রশনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম"—

প্রিয়ংবদা।—সুণাহি দাণিং সুহসইদপুচ্ছিআ সউন্তলা সআসং গদব্বি ॥ ৩৬ ॥

অনসূয়া।— তদো তদো ? ॥ ৩৭ ॥

প্রিয়ংবদা।— দাব এণং লজ্জাবণদমুহিং পরিস্সজিঅ সঅং তাদকস্সবেণ এববং অহিণন্দিদং দিট্ঠিআ ধূমাউলিদদিট্ঠীণো বি জজমাণস্স পাবএ এব্ব আহুই পড়িদা। বচ্ছে সুসিস্সপরিদিন্না বিঅ বিজ্জা অসোঅণিজ্জা সংবুত্তা। অজ্জ এব্ব ইসি-পড়িরক্খিদং তুমং ভত্তুণো সআসং বিসজ্জেমি ত্তি। ॥ ৩৮ ॥

প্রাক্তভানুবাদ।—শৃণু ইদানীম্—সুখ-শয়িত-প্রচ্ছিকা শকুন্তলাসকাশং গতা অস্মি ॥ ৩৬ ॥

ততঃ ততঃ ॥ ৩৭ ॥

তাবৎ এনাং লজ্জাবনতমুখীং পরিষজ্য স্বয়ং তাত-কাশ্যপেন এবম্ অভিনন্দিতম্—দিষ্ট্যা—ধূমাকুলিতদৃষ্টেঃ অপি যজমানস্য পাবকে এব আহুতিঃ পতিতা। বৎসে! সুশিষ্য-পরিদত্তা ইব বিদ্যা অশোচনীয়া সংবৃত্তা। অদ্য এব ঋষিপরিরক্ষিতাং ত্বাং ভর্তুঃ সকাশে বিসর্জ্জয়িষ্যামি—ইতি ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা।—প্রিয়ংবদা।—শোন্ তবে। রাত্রে ঘুম হয়েছে কি না—জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এইমাত্র আমি শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলুম ॥ ৩৬ ॥

অনসূয়া।—তার পর, তার পর ? ॥ ৩৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—গিয়ে দেখলুম, শকুন্তলা লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে আছে, আর তাত কাশ্যপ নিজে তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আহ্লাদের সহিত বল্‌ছেন—বাঃ! খুব ভাল হয়েছে, হোমানলের ধূমে যজমানের চোখ যতই আঁধার হোক্ না কেন, তার প্রদত্ত আহুতি ঠিক যজ্ঞায়িতেই পড়েছে। আমি তোমার জন্য যতই উদ্বিগ্ন হই না কেন, যজ্ঞীয় আহুতির ন্যায় পবিত্র কন্যা আমার তুমি উপযুক্ত পাত্রেই যে মিলিত হয়েছ, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। যা হোক্, অধ্যাপনের উপযুক্ত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ শিষ্যকে বিদ্যা দান করিলে, যেমন সেই বিদ্যার অপব্যবহারের জন্য কোনো দিন দুঃখ করিতে হয় না, তদ্রূপ মা, তুমিও উপযুক্ত বরে সঙ্গত হইয়াছ বলিয়া তোমার জন্য আমাকে কখনো শোক বা অনুতাপ করিতে হইবে না। কিন্তু মা, আজই তোমাকে আমি কতিপয় ঋষির সহিত তোমার পতির সকাশে পাঠাইব ॥ ৩৮ ॥

বলিয়া—চাঁদ ধরিয়া হাতে তুলিয়া দেওয়া প্রভৃতি সমস্তই আমরা অকপট-হৃদয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কোন দিন ত ভাবি নাই যে, আমাদিগকে কেহ অমন করিয়া প্রলোভিত করিতে পারে বা অত বড় একজন রাজর্ষি অলীক উপন্যাসে তাপসদুহিতাদের চিত্তবিভ্রম ঘটাইতে পারেন,—তাই তাঁহার সমস্ত উক্তিই প্রভাতের আলোর ন্যায় সুখকর ও তৃপ্তিকর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতাম যে, সংসারটাকে যাহা ভাবি বা যেরূপ দেখি, ইহা ঠিক তেমন নহে, যদি এ বিষয়ে সামান্য জ্ঞানও আমাদের থাকিত, তবে কি আজ শকুন্তলা তাহার স্ব-খাত সলিলে ডুবিয়া মরিত? আমরা যত অজ্ঞই হই না কেন, কিন্তু তাই বলিয়া শকুন্তলা সম্বন্ধে বিজ্ঞ রাজার কি ব্যবহারটা ঠিক হইতেছে? তিনি ঘোর অন্যায় করিতেছেন।

দর্শকগণ সুপ্তোত্থিত কণ্ব-শিষ্যের কথায় দ্বন্দ্বাত্মক সংসারের চিন্তায় যতটা বিমনা হইয়াছিলেন,—সুপ্তোত্থিতা তাপস-দুহিতা অনসূয়ার কথায় ততোধিক বিমনা ও ব্যথিত হইলেন। তাঁহাদের বিষণ্ণহৃদয় এবার বিষণ্ণতর হইল। এমন সময়ে রঙ্গমঞ্চ হইতে কঞ্চুকিশিষ্য চলিয়া গেল। একা অনসূয়া তথায় রহিল। সুতরাং পাত্রদ্বয়ে দ্বিধাবিভক্ত দর্শকচিত্তবৃত্তি এখন ঐ এক অনসূয়া-কেন্দ্রে আকৃষ্ট হইল। অনসূয়া বলিয়া চলিল, তাঁহারা নিবিষ্ট-হৃদয়ে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন।

অনসূয়া বলিতেছে,—"ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু জাগিয়াই বা কি করিব? হাত-পা ত আর খেলতে চায় না বা কোন কাজেই মন বসে না। অত বড় অসত্য-প্রতিজ্ঞ রাজার হাতে প্রাণ সঁপিয়া দিয়া শকুন্তলার কি সর্ব্বনাশই হইল! আবার অমন যা'র আকৃতি, সে লোকও যে শেষকালে এমন করিবে, তাহাও ত মনে হয় না। দুর্ব্বাসার শাপেই কি এমনটা ঘটিল? নতুবা একখানা চিঠি দিয়াও কি রাজা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না? ভালো! আংটি ত আছে। দেখা যাক, কিছু করিতে পারা যায় কি না। তাত কণ্ব প্রবাস হইতে ফিরিয়াছেন,—এ দিকে শকুন্তলাও অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পড়িয়াছে, কি করিয়া তাঁহাকে এ সংবাদ দেই? আর যতই চাপি না কেন,—এ সংবাদ ত চাপা থাকে না, দু'দিনেই

অনসূয়া।— অহ কেণ সুইদো তাদকস্সবস্স বুত্তন্তো। ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়ংবদা।— অগ্গিসরণং পবিট্টস্স সরীবং বিণা ছন্দোমইএ বাণিআএ ॥ ৪০ ॥

অনসূয়া।— (সবিস্ময়ম্) কহেহি। ॥ ৪১ ॥

প্রিয়ংবদা।— (সংস্কৃতমাশ্রিতা)

দুষ্যন্তেনাহিতং তেজো দধানাং ভূতয়ে ভুবঃ।
অবেহি তনযাং ব্রহ্মন্নগ্নি-গর্ভাং শমীমিব ॥ ॥ ৪২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অথ কেন সূচিতঃ তাত-কাশ্যপস্য বৃত্তান্তঃ ॥ ৩৯ ॥

অগ্নিশরণং প্রবিষ্টস্য শরীরং বিনা ছন্দোময্যা বাণ্যা ॥ ৪০ ॥

কথয়—॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—বেশ, বুঝলুম। কিন্তু ব্যাপারটা তাত কাশ্যপকে বল্লে কে? ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়ংবদা।—তিনি যখন হোমগৃহে প্রবেশ করলেন, তখন কবিতাময়ী এক আকাশবাণীতে সব প্রকাশ কোরে দিলে ॥ ৪০ ॥

অনসূয়া।—কি রকম বল্ত ॥ ৪১ ॥

প্রিয়ংবদা।—(সংস্কৃত ভাষায়) হে ব্রহ্মন্। তোমার এই কন্যা জগতের মঙ্গলার্থে নানাগুণগরিমালঙ্কৃত দুষ্যন্ত কর্তৃক নিষিক্ত তেজঃ ধারণ করিয়াছেন। অন্তর্জ্বলিতানল শমীবৃক্ষের ন্যায় এই তনয়াকে তুমি অতীব পরিপূতা এবং জগৎপাবনী বলিয়া জ্ঞান করিও ॥ ৪২ ॥

প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এখন উপায় কি? কাকে ধরি, কে আমাদের এমন জন আছে যে, আংটি লইয়া সেই সুদূর হস্তিনা নগরীতে যাইবে, উপায় কি?"—ইত্যাদি উক্তিতে দর্শকবৃন্দ সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত বুঝিয়া লইলেন। তাঁহারা দুষ্যন্তেরই মুখে শুনিয়াছেন যে, শমপ্রধান আশ্রমে এমন তেজঃ লুক্কায়িত থাকে, যাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে পারে। মহর্ষি কণ্ব প্রবাস হইতে ফিরিয়াছেন, যখন শুনিবেন, শকুন্তলা শুধু পরিণীতা নহে, পরিত্যক্তা এবং গর্ভিণী হইয়াছে, আশ্রম-ধর্ম্মের ব্যত্যয় ঘটাইয়াছে, তখন, না জানি কি আগুন জ্বলিবে। সেই অন্তর্জ্বলিত বহ্নি আগ্নেয়গিরি হইতে কি বিশ্বদাহী নিঃস্রাব বিগলিত হইবে? আর অভাগিনী শকুন্তলার না জানি কি পরিণামই ঘটিবে!—এই প্রকার নানা দুশ্চিন্তায় দর্শকবৃন্দ যখন রুদ্ধশ্বাসপ্রায়,—প্রলয়জলদে তাঁহাদের চারিদিক আচ্ছন্ন, রঙ্গমঞ্চের ঘোরতর আকুল অবস্থা,—এমনই সময়ে,—নীল গগনে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় হাসিতে হাসিতে প্রিয়ংবদা আসিয়া দেখা দিল। অমনি চকিতে চারিদিক যেন প্রদীপিত হইল, হাসিয়া উঠিল। অথবা শুধু হাসিয়া উঠিল না,—'সখি! তাড়াতাড়ি চল্, শকুন্তলা যাবে, যাত্রাকালীন মঙ্গল-মহোৎসব সম্পাদন কর্ত্তে হবে, চল্।'—প্রিয়ভাষিণী প্রিয়ংবদার এই উক্তিতে যেন আগুনে জল পড়িল। যে শকুন্তলার চিন্তায় রঙ্গ-প্রেক্ষকগণ আকুল হইয়াছিলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন,—সেই শকুন্তলা তাহার পতিগৃহে গমন করিবে, এর চেয়ে আনন্দের সংবাদ আর কি হইতে পারে?—তাহারাও অপার আহ্লাদে ভরিয়া গেলেন। আর অনসূয়া,—নিশিদিন যাহার শকুন্তলাই ধ্যান, শকুন্তলাই জ্ঞান, শকুন্তলা ছাড়া যাহার পৃথগস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়,—সেই অনসূয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। নিমেষপূর্ব্বে সে যাহার চিন্তায়, যাহার আলোচনায় ত্রিজগৎ অন্ধকার দেখিতেছিল, অসত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া দুষ্যন্তের উপর দোষারোপ করিতেছিল, কত কি ভাবিতেছিল, সেই উপেক্ষিতা শকুন্তলা—এখনই তাহার চির-অপেক্ষিত প্রিয়তম-সকাশে যাত্রা করিবে,—সংবাদে সেও বিস্ময়ে মিশ্রিত আহ্লাদে ডগমগ হইল।

তবে কি প্রবাস হইতে ফিরিয়া শকুন্তলার আকৃতি-প্রকৃতি দর্শনপূর্ব্বক মহর্ষি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন এবং রোষাবিষ্ট হইয়াই তাহাকে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিতেছেন?—ইত্যাকার নূতন চিন্তার উদয়ে দর্শকগণের প্রিয়ংবদা-বির্ভাবজনিত উল্লাস অবসাদে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই, প্রিয়ংবদা সমস্ত ঘটনা,—কি করিয়া কণ্ব শুনিলেন, শুনিয়া কি বলিলেন,—একে একে অনসূয়াকে বলিয়া দিল। হোমগৃহে প্রবেশমাত্রেই কোথা হইতে একটা দৈববাণী কণ্বকে সব বলিয়া দিয়াছে, গর্ভিণী শকুন্তলার গর্ভস্থ এই সন্তান কালে জগতের অশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবে, ইত্যাদি জানাইয়া দিয়াছে,—আর মাতামহ, দয়ায় প্রস্রবণ কণ্বের হৃদয় তাহাতে গলিয়া গিয়াছে,—তাড়াতাড়ি গিয়া তিনি শকুন্তলাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন,—সংবাদে দর্শকগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। যাঁহারা

অনসূয়া।— (প্রিয়ংবদামাশ্লিষ্য) সহি পিঅং মে। কিন্তু অজ্জ এবব সউন্তলা ণীঅদি ত্তি উক্কণ্ঠা-
সাহারণং পরিতোসং অণুহোমি। ॥ ৪৩ ॥

প্রিয়ংবদা।— সহি বঅং দাব উক্কণ্ঠং বিণোদইস্সামো সা তবস্সিণী নিব্বুদা হোউ ॥ ৪৪ ॥

অনসূয়া।— তেণ হি এদস্সিং চূদসাহাবলম্বিদে ণারিএর-সমুগ্গএ এতন্নিমিত্তং এবব কালন্ত-
রক্খমা ণিক্খিত্তা মএ কেসরমালিআ। তা ইমং হত্থসন্নিহিদং করেহি। জাব অহং
বি সে মঙ্গলোঅণং তিত্থমিত্তিঅং দুব্বাকিসলআণি ত্তি মঙ্গলসমালম্ভণাণি বিরএমি ॥ ৪৫ ॥

প্রিয়ংবদা।— তহ করীঅদু। ॥ ৪৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি! প্রিয়ং মে। কিন্তু অদ্য এব শকুন্তলা নীয়তে—ইতি উৎকণ্ঠা-সাধারণং পরিতোষম্ অনুভবামি ॥ ৪৩ ॥

সখি! আবাং তাবৎ উৎকণ্ঠাং বিনোদয়িষ্যাবঃ, সা তপস্বিনী নির্বৃতা ভবতু ॥ ৪৪ ॥

তেন হি এতস্মিন্ চূত-শাখাবলম্বিতে নারিকের-সমুদ্গকে এতন্নিমিত্তম্ এব কালান্তরক্ষমা নিক্ষিপ্তা ময়া কেশর-মালিকা। তৎ ইমাং হস্ত-সন্নিহিতাং কুরু। যাবৎ অহম্ অপি অস্যাঃ মৃগরোচনাং, তীর্থমৃত্তিকাং, দূর্ব্বাকিসলয়ানি —ইতি মঙ্গল-সমালম্ভনানি বিরচয়ামি ॥ ৪৫ ॥

তথা ক্রিয়তাম্ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—(প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক)

সখি! বড়ই সুখের খবর, কিন্তু আজই শকুন্তলাকে পাঠানো হবে, শুনে যেমন সুখ হচ্ছে, তেমন কষ্টও হচ্ছে ॥ ৪৩ ॥

প্রিয়ংবদা।—সখি! আমরা, যা হোক্, কোনমতে মনের খেদ নিবারণ করবো, কিন্তু সেই দুঃখিনীর দুঃখ ত ঘুচুক্ ॥ ৪৪ ॥

অনসূয়া।—তা হ'লে একটা কাজ কর্; —এই যে নারিকেল-পত্রের দ্বারা রচিত ঝাঁপিটা দেখছিস্, উহার মধ্যে, শকুন্তলার যাবার দিনে সাজিয়ে দেবো ব'লে এক ছড়া বকুল-ফুলের মালা রেখে দিয়েছি, কেন না, অমন ভাবে রাখলে মালা শুকিয়ে যায় না,—ঐ মালাগাছটা নিয়ে আয়। আমিও এ দিকে গোরোচনা, তীর্থের মাটি, দূর্ব্বার শিস্ প্রভৃতি মাঙ্গল্যজিনিসগুলি গুছিয়ে রাখি ॥৪৫॥

প্রিয়ংবদা।—তাই কর্ গিয়ে ॥ ৪৬ ॥

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল, তাঁহারা অনেকে হয় ত বুঝিলেন যে, ঐ আকাশবাণী আর কিছুই নহে, উহা স্নেহময়ী মাতা মেনকার প্রেরিত দুহিতা শকুন্তলার রক্ষা-কবচ। পাছে কোন অত্যাহিত ঘটে, হিতে বিপরীত হইয়া বসে, তাই আকাশবিহারিণী অপ্সরা মেনকা তিরস্করিণী বিদ্যার বলে অদৃশ্য থাকিয়া আকাশবাণীর ছলে কণ্বকে বুঝাইয়া দিয়াছে।

অনসূয়ার কত সাধ! যে দিন শকুন্তলা যাইবে,—দুষ্মন্তের লোক তাহাকে লইতে আসিবে, সে দিন হয় ত তাড়াতাড়িতে সময় পাইবে না,—এবং অসময়ে বকুলের ফুল জুটিতেও না পারে, তাই অনসূয়া বকুলফুলের সুন্দর মালা গাঁথিয়া পাতার চুপড়িতে করিয়া আমগাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। ও ফুল শুকাইলেও গন্ধ যায় না, বহুদিন থাকে, তাই ঐ ফুলের মালা। তার দ্বারা শকুন্তলাকে সাজাইবে। শকুন্তলা বৈ সে যে আর কিছুই জানে না! তাড়াতাড়ি অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্যাদি ও বকুলের মালা লইয়া, দুই সখী শকুন্তলার নিকটে ছুটিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বিচ্ছেদ-দুঃখকাতরা শকুন্তলার দুরদৃষ্টজনিত দুশ্চিন্তার, দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক উপেক্ষার দুর্ভাবনা সখীদের তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু এতদিনে সত্য সত্যই শকুন্তলা ছাড়িয়া চলিল,—ভাবনায় তাহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক দুঃখ ঘুচিতে-না-ঘুচিতেই দুঃখ-শীলা তাপস-দুহিতাদের ললাটে নূতন দুঃখের উদয় হইল! শকুন্তলা আজই পতিগৃহে যাইবে—শুনিয়া অনসূয়া যখন খেদ করিতেছিল, তখন প্রবোধ দিয়া প্রিয়ংবদা কহিল,—"সখি! আমাদের উৎকণ্ঠার কথা আমি তত ভাবি না, আহা! দুঃখিনী শকুন্তলার বুক ত জুড়োক, তার কষ্ট আর দেখা যায় না।" আলোচ্য সময়ে শকুন্তলার অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা কবি, প্রিয়ংবদার মুখ দিয়া অতি নিপুণভাবে প্রকাশ করিলেন।

কর্ত্তব্যের অবহেলায়, যে কারণেই হউক, বিলম্ভ ভারবহনে উপেক্ষায়, রাজদণ্ডের ন্যায় ভীষণ, যমদণ্ডের ন্যায় অপরিহার্য্য, অভিশাপ-বিদ্যুতে শকুন্তলা আহত হইয়াছিল, সকলেরই প্রাণ কাঁদিয়াছিল, কোনমতে সেই দুরারোগ্য

অনসূয়া।— [নিষ্ক্রান্তা। ॥ ৪৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—(নাট্যেন সুমনসঃ গৃহ্লাতি) ॥ ৪৮ ॥

(নেপথ্যে)।—গৌতমি আদিশ্যন্তাং শার্ঙ্গরবমিশ্রাঃ শকুন্তলানয়নায ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ংবদা।—(কর্ণং দত্বা) অণসূএ তুবব তুবব এদে হত্থিণাউবগামিণো ইসীও সদ্দাবীঅন্তি ॥ ৫০ ॥

(প্রবিশ্য সমালম্ভনহস্তা)

অনসূয়া।— সহি এহি গচ্ছম্হ। (পবিক্রামতঃ) ॥ ৫১ ॥

প্রিয়ংবদা।—(বিলোক্য) এসা সুজ্জোদএ এব্ব সিহামজ্জিদা পডিচ্ছিদণীবাবহত্থাহিং সোত্থিবাঅণি আহিং তাবসীহিং অহিণন্দীঅমাণা সউন্তলা চিট্ঠই। উবসপ্পামো ণং (উপসর্পতঃ) ॥ ৫২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অনসূয়ে। ত্বরস্ব ত্বরস্ব, এতে হস্তিনাপুরগামিনঃ ঋষয়ঃ শব্দাযান্তে ॥ ৫০ ॥

সখি। এহি গচ্ছাবঃ॥ ৫১ ॥

এষা সূর্য্যোদয়ে এব শিখামজ্জিতা প্রতীষ্ট-নীবারহস্তাভিঃ স্বস্তিবাচনিকাভিঃ তাপসীভিঃ অভিনন্দ্যমানা শকুন্তলা তিষ্ঠতি। উপসর্পাবঃ এনাম্ ॥ ৫২ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—(চলিয়া গেল) ॥ ৪৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—(অগ্রপাদে দাঁড়াইয়া বকুলমালা পাড়িবার অভিনয় করিতে লাগিল) ॥ ৪৮ ॥

(নেপথ্যে)।—গৌতমি। শকুন্তলাকে নিয়ে আসবার জন্য শার্ঙ্গরব প্রভৃতিকে আদেশ কর ॥ ৪৯ ॥

প্রিয়ংবদা।—(কাণ পেতে শুনে) অনসূয়ে। তাড়াতাড়ি কর, তাড়াতাড়ি কর, ঐ শোন, হস্তিনাপুরে যাওয়ার জন্য ঋষিদিগকে ডাকাডাকি করা হচ্ছে ॥ ৫০ ॥

অনসূয়া।—সখি। চল্—আমরাও যাই, দেখি গিয়ে (উভয়ের অগ্রসর হওয়া) ॥ ৫১ ॥

প্রিয়ংবদা।—(দেখিয়া) এই যে, সূর্য্যদেব উঠতে না উঠতেই এক মাথা চুল শুদ্ধ স্নান ক'রে এসে শকুন্তলা ব'সে আছে, আর কারো হাতে ধান-দূর্ব্বা, কেহ বা স্বস্তি-পাঠ পড়ায় ব্যস্ত—এমন কত বুড়ো বুড়ো তাপসীরা শকুন্তলাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছে। চল—কাছে যাই। (নিকটে গমন) ॥ ৫২ ॥

ক্ষত ঈষৎ প্রশমিত হইয়াছে, শাপবিমোচনের উপায় শকুন্তলারই হাতে রহিয়াছে। তাই, ক্ষণকালের জন্য, অতীতের বেদনাময়ী ছবি বিস্মৃত হইয়া, দর্শকগণ, প্রত্যুষের স্নানোত্থিতা পতিগৃহগমনোন্মুখী শকুন্তলাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে ও উদ্গ্রীব-নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

ধান, দূর্ব্বা, গোরোচনা, ফুলের মালা প্রভৃতি লইয়া সখীদ্বয় ছুটিয়া গেল। সকলের আগে শকুন্তলার উপর চোখ পড়িল—প্রিয়ংবদার। সে দেখিল, একমাথা চুল শুদ্ধ স্নান করিয়া আসিয়া শকুন্তলা বসিয়া আছে। আর চারিদিকে নানা আশ্রম হইতে কত বয়ষী তাপসীরা আসিয়াছেন,—সকলের হাতেই একটা-না-একটা আশীর্ব্বাদের জিনিস। প্রিয়ংবদার কথায় সমগ্র দর্শকের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল,—তাহাদের চোখ জুড়াইয়া গেল। শান্ততপোবনের শান্তিপ্রতিমারূপিণী শকুন্তলা সুস্নাতকলেবরে উপবিষ্টা, আর তাহার চারিদিকে শুভকামনায় শারদী জ্যোৎস্নায় উল্লসিতমুখী পুজনীয়া বয়োবৃদ্ধা তাপসীরা ধান-দূর্ব্বাহস্তে দাড়াইয়া, প্রাতঃসূর্য্যের অরুণচ্ছায়ায় শ্যামায়মানা তপোবনস্থলী উদ্ভাসিত,—কেমন যেন একটা পবিত্রতা, শান্তি বুঝি শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক ঐরূপ নানাবেশে তথায় বিরাজমান। সে স্থানের তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে যথার্থই মনে হয়,—

"নগরের কোলাহল সহিতে না পারি,
পবিত্রতা যেন বাস করেন বিরলে ॥"

ক্ষণকালের জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া দর্শকবৃন্দ সেই স্বপ্নময়ী সুষমা দেখিতে দেখিতে যেন নিজেরাও কেমন স্বপ্নাবিষ্টবৎ হইয়া পড়িলেন।

একে চিরানন্দময় প্রভাতকাল, তাহাতে আবার শান্ত আশ্রম, এবং শান্তিমূর্ত্তি তাপসীরা সমবেত, তদুপরি স্নিগ্ধ-শান্ত শকুন্তলা,—এই সকলের সমবায়ে কিয়ৎকালের জন্য মর্ত্ত হইয়াও সেই স্থানটা স্বর্গাধিক মনোরম ও নির্বি

(ততঃ প্রবিশতি যথোদ্দিষ্টব্যাপারা আসনস্থা শকুন্তলা। শকুন্তলাং প্রতি তাপসীনাং—)

প্রথমা।— জাদে! ভত্তুণো বহুমাণসূঅঅং মহাদেইসদ্দং লহেহি ॥ ৫৩ ॥

দ্বিতীয়া।— বচ্ছে বীরপ্পসবিণী হোহি। ॥ ৫৪ ॥

তৃতীয়া।— বচ্ছে ভত্তুণো বহুমদা হোহি (আশিষো দত্ত্বা গৌতমীবর্জ্জং নিষ্ক্রান্তাঃ) ॥ ৫৫ ॥

সখ্যৌ।— (উপসৃত্য) সহি সুমহজ্জণং দে হোদু। ॥ ৫৬ ॥

শকুন্তলা।— সাঅদং মে সহীণং। ইদো ণিসীদহ। ॥ ৫৭ ॥

উভে।— (মঙ্গলপাত্রাণ্যাদায় উপবিশ্য) হলা সজ্জা হোহি জাব মঙ্গলসমালম্ভণং বিরচেম ॥ ৫৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জাদে, ভর্ত্তুর্বহুমানসূচকং মহাদেবীশব্দং লভস্ব ॥ ৫৩ ॥

বৎসে! বীর-প্রসবিনী ভব ॥ ৫৪ ॥

বৎসে! ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব ॥ ৫৫ ॥

সখি! সুখমজ্জনং তে ভবতু ॥ ৫৬ ॥

স্বাগতং মে সখ্যোঃ, ইতঃ নিষীদতম্ ॥ ৫৭ ॥

সখি! সজ্জা ভব.—যাবৎ মঙ্গল-সমালম্ভনং বিরচয়াবঃ ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ।—(পূর্ব্বোক্তপ্রকারে শকুন্তলা আসনে উপবিষ্টা, আশীর্ব্বাদকারিণী তাপসীদের মধ্যে—)

অন্যতমা।—জাদু আমার, আশীর্ব্বাদ করি,—পতির অশেষ-সম্মান-জ্ঞাপক মহাদেবী-শব্দে বিশেষিত হও ॥ ৫৩ ॥

দ্বিতীয়া।—বাছা, বীর-পুত্রের মাতা হও ॥ ৫৪ ॥

তৃতীয়া।—বাছা, স্বামীর অনন্ত সম্মান ও আদরের পাত্র হও। (আশীর্ব্বাদান্তে গৌতমী ছাড়া অন্যান্য তপসীদের নিষ্ক্রমণ) ॥ ৫৫ ॥

সখীদ্বয়।—(নিকটে গিয়া) সখি! তোর আজকার এই প্রাতঃস্নান সারা জীবনের জন্য তোর সুখের স্নানে পরিণত হোক্। পতিগৃহে গিয়া চিরকাল সুখে কাটা ॥ ৫৬ ॥

শকুন্তলা।—আয় তোরা, এইখানে এসে বোস্ ॥ ৫৭ ॥

সখীদ্বয়।—(উপবেশনপূর্ব্বক, মাঙ্গল্যদ্রব্যের পাত্র হাতে নিয়ে) ওলো, ঠিক হয়ে বোস্ত। তোকে সাজিয়ে দেবো ॥ ৫৮ ॥

মনে হইতে লাগিল। শুধু আশীর্ব্বাদপরায়ণা তাপসীদের নহে, সমবেত দর্শকদেরও হৃদয় শকুন্তলার শুভকামনায় ভরিয়া গেল। সেই সপ্তপর্ণবেদিকায় যে ব্রতের সঙ্কল্প হইয়াছিল, এতদিনে ভালোয়-ভালোয় সেই ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে যাইতেছে—ভাবিয়া,—সামাজিকগণ একটা অনাবিল তৃপ্তির আস্বাদন করিয়া যেন কৃতার্থ হইলেন। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

"মধু ক্ষরতু তে চিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োঽস্তু তে ॥"

বলিয়া তাঁহারা নীরবে একবাক্যে কণ্বদুহিতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৩১-৫২ ॥

তাৎপর্য্য।—পতিগৃহে শুভ যাত্রার উপকরণ কুসুমাদি লইয়া অনসূয়া-প্রিয়ংবদা আসিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী আশ্রম-সমূহ হইতে, গমনোন্মুখী শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে তাপসীরা আসিয়াছেন। শুভলগ্ন বহিয়া যায়। শকুন্তলা যাত্রা করিবে। এতদিন আশ্রমে ছিল, মৃণালের বলয়, শিরীষের কুণ্ডল, বকুলের হার, অতসী-অপরাজিতার রশনা শকুন্তলার আভরণের অভাব পূরণ করিত। সখীরা সাজাইয়া দিত, সে সাজিত। বনে ফুল ফোটে, বনভূমি আলোকিত করে,—বনেই শুকাইয়া শেষে ঝরিয়া পড়ে। কাহাকেও দেখাইবার জন্য বা বিমোহিত করিবার জন্য সে ফোটে না, কালধর্ম্মে ফোটা তাহার স্বভাব, তাই ফোটে। শকুন্তলাও বনে থাকে, বনে বেড়ায়, বনেই জীবনযাপন করে,—অন্যান্য তাপসীর ন্যায় বনেই তাহার পর্য্যবসান হইবে,—ইহাই সখীরা জানিত। বনের ফুলগাছে জল ঢালিয়া তাহাদের সুখ, পূজার জন্য ফুল তুলিয়া তাহাদের-সুখ, শকুন্তলাকে সাজাইয়া তাহাদের সুখ,—ইহার অধিক সখীরা জানে না বা বোঝে না। এতদিনের মতন আজও যদি সাজাইতে হইত, তবে তাহাদের দুঃখ-কষ্টের তত কারণ ছিল না, কিন্তু আজ সেই বন-চারিণী শকুন্তলা আর নাই, আজ সে রত্নাকরগামিনী তটিনীর ন্যায় বন ছাড়িয়া হস্তিনাপুরের উপবনের যাত্রী। অন্যকার সাজ পূর্ব্ববৎ—অযত্ন-বিন্যস্ত হইলে চলিবে না, আজ তাহাকে বনফুল দিয়াই রাজরাণীর বেশে সাজাইতে সখীদের সাধ। তাহারা

শকুন্তলা।— ইদং বি বহু মন্তববং। তুল্লহং দাণিং মে সহীমণ্ডণং হোহিই (বাষ্পং বিসৃজতি) ॥ ৫৯ ॥

উভে।— সহি উইদং ণ দে মঙ্গলকালে বোইদুং (অশ্রূণি প্রমৃজ্য নাট্যেন প্রসাধযতঃ) ॥ ৬০ ॥

প্রিযংবদা।— আহবণোইদং রূবং অস্‌সমসুলহেহিং পসাহণেহিং বিপ্‌পআবীঅদি ॥ ৬১ ॥

(প্রবিশ্য উপাযনহস্তৌ)

ঋষিকুমাবকৌ।—ইদমলঙ্করণম্ অলঙ্‌ক্রিযতামত্রভবতী। ॥ ৬২ ॥

(সর্ব্বাঃ বিলোক্য বিস্মিতাঃ)। ॥ ৬৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইদম্ অপি বহু মন্তবাম। দুর্লভম্ ইদানীং মে সখীমণ্ডনং ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

সখি। উচিতং ন তে মঙ্গলকালে রোদিতুম্ ॥ ৬০ ॥

আভরণোচিতং রূপম্ আশ্রম-সুলভৈঃ প্রসাধনৈঃ বিপ্রকার্য্যতে ॥ ৬১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—তোরা যে সাজিয়ে দিবি এটা আমার আজ বড়ই আদরের, বড়ই আগ্রহের, কেননা, এখন হ'তে সখীদের হাতের সাজগোজ আমার পক্ষে কত দুর্লভ। আর কবে এমন দিন আস্‌বে? (অশ্রুত্যাগ) ॥ ৫৯ ॥

সখীদ্বয়।—সখি। এমন শুভমুহূর্ত্তে তোর কি কাঁদা উচিত? কাঁদিস নে। (চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সাজাতে লাগ লো) ॥ ৬০ ॥

প্রিয়ংবদা।—আহা! গয়না পরবার মতনই তোর চেহারা। আশ্রমের লতা-পাতা দিয়ে সাজানো মানে,—এ রূপের অপমান করা ॥ ৬১ ॥

(অলঙ্কার হস্তে দুই জন ঋষিবালকের প্রবেশ)

ঋষিবালকদ্বয়।—এই নাও অলঙ্কার, একে সাজিয়ে দাও ॥ ৬২ ॥

(অকস্মাৎ অলঙ্কার দর্শনে সকলে বিস্মিত হইলেন) ॥ ৬৩ ॥

তাই সাজাইতে আসিয়াছে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধা তাপসীদের সম্মানার্থ সখীরা সরিয়া দাড়াইল। তাহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

এই স্থলে, কালিদাস একটা অতি পবিত্র ও শান্তিময় দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। ভারতের প্রায় প্রতি হিন্দু সংসারেই এই হর্ষবিষাদময় পবিত্র দৃশ্য দেখা যায়। বিবাহের পর, মেয়ে প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইবে,—বয়ঃপ্রাপ্তা বধূ তাহার হৃদয়-দেবতার পাদপদ্মে আত্মাঞ্জলি দিতে যাইবে,—পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু—সকলে—যাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ও লঘু-হৃদয় হইয়াছেন, কন্যা আজ তাঁহারই নিকটে যাত্রা করিবে, ইহা একটা বিপুল হর্ষের কারণ। কন্যার পিতার এর চেয়ে স্বস্তির বিষয় দ্বিতীয় নাই। এত বড় হর্ষের দিনেও, এমন পিতা অতি কমই আছেন,—যিনি অশ্রুপাত করেন না। মাতার ত কথাই নাই। সন্তানের জন্য কাঁদিতেই বুঝি মাতার সৃষ্টি। শুধু বন্ধুবান্ধবগণ নহেন, প্রতিবেশিনীরাও প্রাণভরা আশীর্ব্বাদের অমৃতে পতিগৃহ-গামিনীকে অভিষিক্ত করিয়া অতুল আনন্দ পান। অথচ বিদায়কালে চেলাঞ্চলে অশ্রু ধারণ করেন—ভূতলে অশ্রুপতনে পাছে কন্যার অকল্যাণ হয়। আজ কণ্বাশ্রমে ভাবের স্পৃহণীয় ও সুখ-দুঃখাত্মক চিত্রের প্রদর্শন হইতেছে। নাটকের প্রথমাংশেই আমরা দেখিয়াছি,—বহু বিদ্বজ্জনে সভাস্থল পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। অভিরূপ-ভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ নাটকাদি বিষয়ে যাঁহারা 'অভিরূপ'—অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ (expert), তাদৃশ পণ্ডিতমণ্ডলীতে সভাগৃহ সম্মানিত। সুতরাং তাদৃশ স্থলে হৃদয়হীন, রসজ্ঞান-বর্জ্জিত, নিরবচ্ছিন্ন আমোদ-প্রিয় দর্শকের সদ্ভাব-সম্ভাবনাই নাই। তাদৃশ স্থলে, শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনাভিনয় প্রদর্শিত হইতেছে। যে শকুন্তলার জন্য কিছু পূর্ব্বেই দুর্ব্বাসার শাপ-স্মরণে সহৃদয় দর্শকগণ মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন,—সেই শকুন্তলা আজ যাইবে,—ইহাতে সকলেই আনন্দিত সত্য, কিন্তু বিদায়কালে সকলেই একটু যেন কেমন বিমনা হইয়া পড়িয়াছেন। তাপসীরা আশীর্ব্বাদ করিলেন। কেহ বলিলেন,—পাটরাণী হও,—স্বামী তোমার রাজাধিরাজ, তুমি তাঁহার 'মহাদেবী' অর্থাৎ অভিষিক্তা প্রধানা রাণী হইও, কেহ বলিলেন,—স্বামী যেন তোমাকে সম্মানের চক্ষে দেখেন, কেহ বলিলেন,—বীর সন্তান প্রসব করিও। এই তিনটিই নারী-জীবনের প্রধান কামনীয় বস্তু। রাজার ঘরে গেলেই কপাল খুলিল,—ভাবিও না, কি সেকালে, কি একালে। রাজা যে রাণীকে সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রীরূপে অভিষিক্ত করেন,—তিনিই রাজার "মহাদেবী" সম্বোধনের বিষয়ীভূত হন। তাই একজন বলিলেন,—তোমার স্বামী যেন তোমাকে মহাদেবী বলিয়া ডাকেন,—এই আশীর্ব্বাদ করি। হিতাকাঙ্ক্ষিণী

গৌতমী।— বচ্ছ হারীদ, কুদো এদং। ॥ ৬৪ ॥

প্রথমঃ।— তাত কাশ্যপপ্রভাবাৎ। ॥ ৬৫ ॥

গৌতমী।— কিং মাণসী সিদ্ধী। ॥ ৬৬ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— ন খলু। শ্রূয়তাম্ তত্রভবতা বয়ম্ আজ্ঞপ্তাঃ—শকুন্তলাহেতোর্বনস্পতিভ্যঃ কুসুমানি আহর ইতি। ততঃ ইদানীম্,—

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দু-পাণ্ডু-তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগ-সুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বন-দেবতা-করতলৈরাপর্ব্বভাগোত্থিতৈর্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদ-প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ ॥ ৬৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—(শকুন্তলাং বিলোক্য) হলা ইমাএ অব্ভুববত্তীএ সূইদা দে ভত্তুণো গেহে অণুহোদব্বা রাঅলচ্ছী। ॥ ৬৮ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—বৎস হারীত! কুতঃ এতৎ? ॥ ৬৪ ॥

কিং মানসী সিদ্ধিঃ? ॥ ৬৬ ॥

হলা, অনয়া অভ্যুপপত্ত্যা সূচিতা তে ভর্ত্তুঃ গেহে অনুভবিতব্যা রাজলক্ষ্মীঃ ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গার্থ।—গৌতমী।—বাছা হারীত! কোথেকে এ সব পেলে? ॥ ৬৪ ॥

প্রথম।—পূজনীয় গুরুদেব কাশ্যপের মাহাত্ম্যে ॥ ৬৫ ॥

গৌতমী।—ইচ্ছামাত্রেই তপঃপ্রভাবে কি এই সকল অলঙ্কার আবির্ভূত হইয়াছে? ॥ ৬৬ ॥

দ্বিতীয়।—না, না, শুনুন্,—তিনি আদেশ কর্লেন যে, শকুন্তলার নিমিত্ত বনস্পতি-সমূহ হইতে কিছু ফুল তুলে নিয়ে এস,—আমরাও গেলাম,—আর দেখলাম,—কোন বনস্পতি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র এবং মঙ্গলকর্ম্মের উপযুক্ত ক্ষৌমবসন প্রদান করিতেছে, কোন তরু হইতে আবার চরণের উপরঞ্জনের যোগ্য তরল অলক্তক-রস নিঃসৃত হইতেছে। আবার কতিপয় তরুর অচিরোদ্গত এবং আলোহিত পল্লবস্তবকের মধ্য হইতে বনদেবতাদের রক্তাভ-করতলের অঙ্গুলীমূল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, আর সেই ঈষৎ কম্পিত অঙ্গুলী-গুচ্ছ হইতে নানা আভরণ প্রদত্ত হইতেছে। সেই কম্পিত করমালার দিকে চাহিলে মনে হয়, তাহারা যেন সমীরচঞ্চল নবপল্লবাবলীর সহিত জেদাজেদি করিয়া সৌন্দর্য্য-বর্ষণ করিতেছে ॥ ৬৭ ॥

প্রিয়ংবদা।—(শকুন্তলার দিকে চাহিয়া) ওলো সখি! বিনা প্রার্থনায় বনদেবতাদের এই অনুগ্রহে, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পতিগৃহে গিয়া তুই রাজরাণী হইতে পারিবি ॥ ৬৮ ॥

বয়োবৃদ্ধা মাতৃজাতীয়া রমণীর এত বড় বুকভরা আশীর্ব্বাদ আর নাই। রাজরাণী হও—মাতা ইহাই চান। কোথায় আজ শকুন্তলার মা? তিনি থাকিলেও সজল-নয়নে এই আশীর্ব্বাদই করিতেন। এই আশীর্ব্বাদে সামাজিকগণের চিত্ত-মুকুরে স্ব স্ব গৃহের দুহিতৃবিদায়চিত্র ভাসিয়া উঠিল। সকলেই যেন একটু নরম হইয়া পড়িলেন। দ্বিতীয়া তাপসী কহিলেন—বৎসে! বীর-প্রসবিনী হও। এত বড় প্রাণভরা, বুকভরা আশীর্ব্বাদ কোন্ নারীর স্পৃহণীয় নহে? কে না চাহে যে, তাহার পুত্র বীর হউক, বিশ্ববিজয়ী হউক। হায় ভারত! কি ছিল তোমার কামনা, কি ছিল ভারত-ললনার আশীর্ব্বাদ! আর আজ তুমি ও তোমার অধিবাসিনীদের কি পরিবর্ত্তন! কি মানসী অবস্থা! কোথায় সে কাল!

"নিরমর্ষং নিরাকাঙ্ক্ষং নির্ব্বীর্য্যং নিররিন্দমম্।
নিস্ত্রপং মা সুতং কাচিদ্ জনয়েৎ কুল-নাশনম্॥"

চিত্তে যার ক্রোধ নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, দেহে যার বীর্য্য নাই, শত্রুকে যে দমন করিতে পারে না,—তাদৃশ নির্লজ্জ ও কুলনাশক পুত্রকে যেন কোন জননী প্রসব না করেন,—এই ছিল যে ভারতীয় ললনার আশীর্ব্বাদ, তুমি কি সেই ভারত? দ্বিতীয়া তাপসীর উদার আশীর্ব্বচনে, 'বীরপ্রসবিনী হও' উক্তিতে সভাস্থলে যেন একটা বিদ্যুৎ চকিতে খেলিয়া গেল। তাদৃশী সাক্ষাৎ সিদ্ধিসদৃশী তাপসীর আশীর্ব্বাদের অর্থ—যে স্বপ্নেও ব্যর্থ হইতে পারে না, কোন দিন ব্যর্থ হয় নাই—ইহা

(শকুন্তলা ব্রীডাং রূপয়তি)। ॥ ৬৯ ॥

প্রথমঃ।— গৌতম। এহি এহি, অভিষেকোত্তীর্ণায় কাশ্যপায় বনস্পতিসেবাং নিবেদযাবঃ ॥ ৭০ ॥

দ্বিতীয়।— তথা [নিষ্ক্রান্তৌ ॥ ৭১ ॥

সখ্যৌ।— অএ। অণুবহুত্তভূসণো অঅং জণো। চিত্ত-কম্ম-পরিচএণ অঙ্গেসু দে আহরণ-বিণিওঅং করেহ্ম। ॥ ৭২ ॥

শকুন্তলা।— জাণে বো ণেউণং। ॥ ৭৩ ॥

(উভে নাট্যেন অলঙ্কুরুতঃ)। ॥ ৭৪ ॥

(ততঃ প্রবিশতি স্নানোত্তীর্ণঃ কাশ্যপঃ)

কাশ্যপঃ।—

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদযং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠযা
কণ্ঠঃ স্তম্ভিত-বাষ্প-বৃত্তি-কলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনযা-বিশ্লেষ-দুঃখৈর্নবৈঃ ॥ (পরিক্রামতি) ॥ ৭৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অয়ে। অনুপভুক্তভূষণঃ অয়ং জনঃ। চিত্রকর্ম্ম-পরিচয়েন অঙ্গেষু তে আভরণবিনিযোগং কুর্ব্বঃ ॥ ৭২ ॥

জানে বাং নৈপুণম্ ॥ ৭৩ ॥

বঙ্গার্থ।—(শকুন্তলা লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল) ॥ ৬৯ ॥

প্রথম।—গৌতম। এত বেলা গুরুদেব কাশ্যপ স্নান হইতে ফিরিয়াছেন নিশ্চয় চল তাঁকে গিয়ে তরুরাজির এই দানের কথা নিবেদন করি, চল ॥ ৭০ ॥

দ্বিতীয়।—চল। [উভয়ের প্রস্থান ॥ ৭১ ॥

সখীদ্বয়।—তাই ত, করি কি? অলঙ্কার ত কোন দিন পরি নাই, কোথায় কি পরিতে হয়, জানি না। কি করিয়া তোকে সাজাই? আচ্ছা, চিত্রিত মূর্ত্তির জ্ঞান ত কতকটা আছে। ছবি ত আঁকিয়া থাকি, এবং ছবিতে দেখিয়াও থাকি। সেইভাবেই তোর অঙ্গের যেখানে যেখানা লাগে, সাজিয়ে যাই ॥ ৭২ ॥

শকুন্তলা।—থাম। তোদের নিপুণতা, কোথায় কি পরাতে হয় না হয়, আর তা' তোরা জানিস্ কি না, তা' আমি বিলক্ষণরূপেই জানি ॥ ৭৩ ॥

(সখীদ্বয় শকুন্তলাকে অলঙ্কার পরাইতে লাগিল) ॥ ৭৪ ॥

(অনন্তর স্নানাদি সমাপনান্তে কাশ্যপের প্রবেশ)

কাশ্যপ।—"অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি-রহিত হইতেছি, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও চিত্তের ঈদৃশ অবসাদ উপস্থিত হইতেছে, না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম—স্নেহ অতি বিষম বস্তু।" (বিদ্যাসাগর)।

(শকুন্তলার নিকটে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন) ॥ ৭৫ ॥

সভাসদ্‌গণ জানিতেন, এখন তাঁহারা ইহাও জানিলেন যে, গর্ভিণী কণ্ব-দুহিতার এই গর্ভসম্ভূত সন্তান কালে জগতে একজন বীর হইবে, শৌর্য্য-সম্পদে কুল বিমণ্ডিত করিবে। প্রথমে সেই যখন, বাণ-ক্ষেপোদ্যত রাজা দুষ্মন্ত বৈখানসের প্রতিবন্ধকতায় বাণের প্রতিসংহারপূর্ব্বক প্রাণভয়ার্ত্ত আশ্রমমৃগবধে বিরত হইয়াছিলেন, তখন ঐ বৈখানসও

'পুত্রমেবংগুণোপেতং চক্রবর্ত্তিনমাপ্নুহি'—

বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সে আশীর্ব্বাদও যে ব্যর্থ হইবার নহে, দর্শকগণ তাহাও বিলক্ষণরূপে জানিতেন। সুতরাং পতি-পত্নীর এই উভয়কোটিক আশীর্ব্বাদে তাঁহারা পরম আনন্দিত হইলেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র যে শৌর্য্যবীর্য্যে সমলঙ্কৃত হইবে, এই বিষয়ে তাঁহাদের আর কোনো সংশয় রহিল না। এইবার তৃতীয়া তাপসী

সখ্যৌ।— হলা সউন্তলে অবসিদ-মণ্ডণা সি। পরিহেহু সংপদং কেখামজুঅলং ॥ ৭৬ ॥
(শকুন্তলা উত্থায় পরিধত্তে)। ॥ ৭৭ ॥

গৌতমী।— জাদে, এসো দে আণন্দ-পরিবাহিণা চক্খুণা পরিসজ্জন্তো বিঅ গুরু উবট্টিদো আচারং দাব পড়িবজ্জস্সু। ॥ ৮৮ ॥

শকুন্তলা।— (সব্রীড়ম্) তাদ বন্দামি। ॥ ৭৯ ॥

কাশ্যপঃ।—বৎসে!

যযাতেরিব শর্ম্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব।
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পূরুমবাপ্নুহি ॥ ॥ ৮০ ॥

গৌতমী।— ভঅবং বরো কখু এসো ণ আসিসা। ॥ ৮১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা শকুন্তলে! অবসিত-মণ্ডনা অসি। পরিধেহি সাম্প্রতং ক্ষৌমযুগলম্ ॥ ৭৬ ॥

জাতে, এষঃ তে আনন্দ-পরিবাহিণা চক্ষুষা পরিষজমানঃ ইব গুরুঃ উপস্থিতঃ। আচারং তাবৎ প্রতিপদ্যস্ব ॥ ৭৮ ॥

তাত! বন্দে ॥ ৭৯ ॥

ভগবন্! বরঃ খলু এষঃ, ন আশীঃ ॥ ৮১ ॥

ব্রহ্মার্থ।—সখীদ্বয়।—ওলো শকুন্তলে! অলঙ্কার পরানো শেষ হইয়াছে। এখন এই ক্ষৌমবস্ত্র দুইখানা পরিধান কর্ ॥ ৭৬ ॥

(শকুন্তলা দাঁড়াইয়া পরিতে লাগিল) ॥ ৭৭ ॥

গৌতমী।—বাছা শকুন্তলে! ঐ দেখ—তোমার পিতা এসেছেন; তোমার দিকে, ঐ দেখ, কেমনভাবে চাহিয়া আছেন, দুই চোখ্ দিয়া তাঁহার আনন্দাশ্রু বহিয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে, যেন ঐ আনন্দজলধারাবর্ষী নয়নদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে সস্নেহে তিনি আলিঙ্গন করিতেছেন, প্রণাম কর ॥ ৭৮ ॥

শকুন্তলা।—(সলজ্জভাবে) পিতঃ, প্রণাম করিতেছি ॥ ৭৯ ॥

কাশ্যপ।—মা, শর্ম্মিষ্ঠা যেমন রাজা যযাতির অশেষ সম্মান-ভাজন এবং সর্ব্বতোভাবে তদীয় হৃদয়ের অনুকূল ছিলেন, তুমিও সেইরূপ হও, আর শর্ম্মিষ্ঠা যে প্রকার সম্রাট্ পুরুকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ একটি সম্রাট্ পুত্র লাভ কর ॥ ৮০ ॥

গৌতমী।—ভগবন্, এ ত আশীর্ব্বাদ নয়, এ যে বর। এর চেয়ে বড় কাম্য বস্তু মা'র পক্ষে আর নাই ॥ ৮১ ॥

ধানদূর্ব্বা লইয়া কাছে আসিলেন ও কহিলেন—মা, স্বামীর সম্মানের পাত্র হইও। তোমার পতিদেবতা তাঁহার রাজ-সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী তোমাকে যেন সতত সম্মানের চক্ষে দেখেন। মন্ত্র কথা। সুখের সংসারে, ধর্ম্মের সংসারে, পুণ্যের সংসারে, পত্নী পতির সম্মানযোগ্যা, শুধু বিলাসের উপকরণ নহেন, যে গৃহে গৃহলক্ষ্মীর সম্মান নাই, তথায় সুখ নাই, শান্তি নাই, কিছুই নাই। সে গৃহ শ্মশান। "যত্র স্ত্রিয়স্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—ইহা যাঁহাদের আর্ষ উপদেশ, উক্ত উদার বাক্যও তাঁহাদেরই ঋষি-কামিনীর অমোঘ আশীর্ব্বাদ। আজ বিদায়কালে মাতা মেনকা অনুপস্থিত, উপস্থিত থাকিলে তিনিও ঐ ত্রিবিধ আশীর্ব্বাদই করিতেন। রাজরাণী হও, বীরপ্রসবিনী হও, পতির আদর-সম্মানের ভাজন হও,—এর অধিক কন্যার সম্বন্ধে মাতার আর কোনো আশীর্ব্বাদ নাই। মেনকা থাকিলে ইহার অধিক কিছু বলিবার তাঁহার থাকিত না। এই তিনটি ত আশীর্ব্বাদ নহে, বর। অপ্সরা মেনকা মাতৃত্বে বিমুগ্ধ হইয়া কন্যার সম্বন্ধে তাদৃশী উক্তি অবাধে করিতে পারেন,—কিন্তু তাই বলিয়া যে সেই স্বর্গ-সভার অভিনেত্রীর কথা সফল হইবেই, তাহা বলা চলে না। আর এখন এই যে তিনটি ব্রত-পরায়ণা তাপসী ত্রিবিধ আশীর্ব্বাদ করিলেন, ইহা বিফল হইবার নহে। ইঁহাদের উক্তি কদাচ অফল হয় না, হয় নাই, হইতে পারে না। কবি এ স্থলেও, এক মেনকার কার্য্য তিনটি ঋষিকামিনীর দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া শকুন্তলার শুভ্র ললাটপট্ট শারদী জ্যোৎস্নায় যেন মাজিয়া আরও শুভ্রতর করিয়া দিলেন। আশীর্ব্বাদান্তে তাপসীরা চলিয়া গেলেন। গৌতমী ও সখীদ্বয় শকুন্তলার নিকটে রহিলেন। এইবার সখীরা মাঙ্গল্যদ্রব্যের পেটিকাটি লইয়া কন্যা-দুহিতার আরও একটু কাছে ঘেঁসিয়া বসিল।

কাশ্যপঃ ।— বৎসে ! ইতঃ সদ্যোহুতান্ অগ্নীন্ প্রদক্ষিণীকুরুষ্ব ॥ ৮২ ॥

(সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)। ॥ ৮৩ ॥

কাশ্যপঃ ।— (ঋক্‌ছন্দসা আশাস্তে)

অমী বেদিং পরিতঃ কৢপ্তধিষ্ণ্যাঃ সমিদ্বন্তঃ প্রান্ত-সংস্তীর্ণদর্ভাঃ ।
অপঘ্নন্তো দুরিতং হব্য-গন্ধৈঃ বৈতানাস্ত্বাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু ॥

প্রতিষ্ঠস্ব ইদানীম্ । (সদৃষ্টিক্ষেপম্) ক্ব তে শাঙ্গর্ববমিশ্রাঃ ॥ ৮৪ ॥

(প্রবিশ্য)

শিষ্যঃ ।— ভগবন্, ইমে স্মঃ । ॥ ৮৫ ॥

কাশ্যপঃ ।— ভগিন্যাস্তে মার্গমাদেশয় । ॥ ৮৬ ॥

শাঙ্গর্ববঃ ।— ইত ইতো ভবতী । ॥ ৮৭ ॥

(সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)। ॥ ৮৮ ॥

কাশ্যপঃ ।— ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তপোবনতরব ঃ—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্ ।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতি-সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥ ৮৯ ॥

বঙ্গার্থ।—কাশ্যপ।—বৎসে। এইমাত্র ঐ পুরোবর্ত্তী অগ্নিতে হোম করা হইয়াছে, তুমি প্রদক্ষিণ কর। (সকলের প্রদক্ষিণ ও কাশ্যপের ঋগ বেদীয় ছন্দোবদ্ধ নিম্নোক্ত আশীর্ব্বাদকরণ) মা, ঐ যে বেদীর চারিদিকে মন্ত্রপূত স্থানে সমিদ্‌যুক্ত হোমানল সংস্থাপিত এবং উহার প্রান্তভাগ কেমন কুশাস্তরণে সমাবেষ্টিত, আহুত আজ্যের পবিত্র সৌরভে ঐ অনল সমস্ত কল্মষ নাশ করিতেছে, শকুন্তলে। ঐ যজ্ঞাগ্নি তোমাকেও পবিত্র করুক, তোমার সমস্ত মালিন্য উহার সৌরভ-সংস্পর্শে বিদূরিত হউক।

এখন অগ্রসর হও। দৃষ্টিক্ষেপপূর্ব্বক) শাঙ্গর্বব প্রভৃতি কোথায়? ॥ ৮২, ৮৩, ৮৪ ॥

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—ভগবন্! এই যে আমরা ॥ ৮৫ ॥

কাশ্যপ।—তোমার ভগিনীকে পথ দেখাইয়া দাও ॥ ৮৬ ॥

শাঙ্গর্বব।—এই দিকে এস ভদ্রে! ॥ ৮৭ ॥

(সকলের পরিক্রমণ) ॥ ৮৮ ॥

কাশ্যপ।—"হে সন্নিহিত তরুগণ! তোমাদিগকে জলসেচন না করিয়া, যিনি কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব-ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম-প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।" (বিদ্যাসাগর) ॥ ৮৯ ॥

সখীরা সমকণ্ঠে কহিল—সখি! স্নান করিয়া বসিয়া আছিস্? তোর আজকার এই প্রাতঃস্নান জীবনের সুখ-স্নানে পর্য্যবসিত হোক, সুখে থাক্। শকুন্তলা হাতে ধরিয়া সখীদের আরও কাছে বসাইল। সখীদ্বয়—শকুন্তলাকে যখন সোজা হইয়া বসিতে বলিল, সাজগোছ করিয়া দিবে, তখন শকুন্তলার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। জীবনে এ দিন ত আর আসিবে না, তোরা আর সাজাইতে আসিবি না,—বলিতে বলিতে অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠী শকুন্তলা মাথা নীচু করিল। অতি কষ্টে সখীরা অশ্রু সংবরণ করিল বটে, কিন্তু তাহাদেরও কণ্ঠ কাঁপিতে লাগিল,—স্বহস্তে তাহারা শকুন্তলার চোখ মুছাইয়া দিল। এতদিন ত এমন করিয়া তাহারা শকুন্তলাকে দেখে নাই। আজ সাজাইতে বসিয়া দেখিল—বিধাতা যেন তাঁহার ভাণ্ডারের সমস্ত রূপ দিয়া উহাকে গঠন করিয়াছেন, অত রূপ যে শকুন্তলার দেহে, ইহা এতদিন সখীরা ঠাহর করিতেই পারে নাই। এত রূপ, এমন গঠন, এমন আকৃতি, যদি সত্যিকার গহনাগাটিতে সাজানো যাইত, না জানি দেখিতে কত মনোহরই

(কোকিলরবং সূচয়িত্বা)

অনুমত-গমনা শকুন্তলা

তরুভিরিয়ং বন-বাস-বন্ধুভিঃ।
পরভৃতবিরুতং কলং যথা
প্রতিবচনীকৃতমেভিরীদৃশম্ ॥ ॥ ৮৯-ক ॥

(আকাশে)

রম্যান্তরঃ কমলিনী-হরিতৈঃ সরোভিশ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্ক-ময়ূখ-তাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়-রজো-মৃদুরেণুরস্যাঃ শান্তানুকূল-পবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ ॥ ॥ ৮৯-খ ॥
(সর্বে সবিস্ময়ম্ আকর্ণয়ন্তি) ॥ ৯০ ॥
গৌতমী।— জাদে, পাদি-জণ-সিণিদ্ধাহিং অণুগ্গাদ-গমণা সি তবোবণ-দেবদাহিং। পণম ভণবদীণং ॥ ৯১ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জাতে. জাতিজন-স্নিগ্ধাভিঃ অনুজাত-গমনাসি তপোবন-দেবতাভিঃ। প্রণম ভগবতীঃ ॥৯১॥

ব্যাখ্যা।—(কোকিল-কূজন শ্রবণপূর্বক)

এই যে একত্র বনে বাস করা নিবন্ধন শকুন্তলার পরম বন্ধু তরুগণ, প্রসন্নচিত্তে শকুন্তলাকে গমনের অনুমতি প্রদান করিতেছে। আমি উহাদের অনুমোদন প্রার্থনা করিয়াছিলাম,—উহারা এই মধুর কোকিল-কূজনের দ্বারা আমার কথার প্রত্যুত্তর দিতেছে ॥ ৮৯-ক ॥

(আকাশে দৈববাণী)

আজ শকুন্তলার গমনের পথ সর্ব্বতোভাবে সুখকর ও মঙ্গলময় হউক ;—মাঝে মাঝে সেই পথের ধারে সরোবর এবং তাহা প্রস্ফুটিত কমলদলে পরিপূর্ণ ও হরিদ্বর্ণে পরিশোভিত হউক, শকুন্তলার গমন-পথ ছায়া-প্রধান তরুরাজিতে আবৃত হইয়া প্রখর সৌরকরতাপ নিবারণ করুক এবং কমলের পরাগরাশির ন্যায় ঐ পথের ধূলি সুখস্পর্শ এবং সুকোমল হউক। আজ ধীর সমীর অনুকূলভাবে প্রবাহিত হইয়া শকুন্তলার গমনপথ সর্ব্বাংশে সুখময় ও মঙ্গলময় করিয়া তুলুক ॥ ৮৯-খ ॥

(সবাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন) ॥৯০॥

গৌতমী।—বাছা শকুন্তলে! স্বজনের ন্যায় স্নেহময়ী তপোবন-দেবতারাও, ঐ শোন, তোমাকে পতিগৃহগমনে অনুমতি দান করিতেছেন। মা, দেবীদিগকে প্রণাম কর ॥ ৯১ ॥

হইত! কিন্তু সে সম্ভাবনা ত নাই ;—সখীরা ফুলের গহনার পেঁটরাটি লইয়া বড়ই সূক্ষ্মমনে সাজাইতে বসিল। এত রূপে ও সব গহনায় ত শ্রীর বৃদ্ধি হইবে না, অপমান হইবে,—ভাবিয়া তাহাদের চোখে জল আসিল। গৌতমী একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন,—সখীদের ও শকুন্তলার মুখচ্ছবি দেখিতে দেখিতে যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছেন ; এমন সময়ে দুইটি ঋষিবালক আসিয়া একটা পাতার পেটিকা দিল ও কহিল—তপোবন-তরু হইতে ফুল তুলিতে গিয়া এই কাপড় ও এই গহনাগুলি পাইয়াছি, মায় তরল আল্‌তা পর্য্যন্ত। সবাই বিস্ময়-পুরিত-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। যে যাত্রার প্রারম্ভেই এত শুভ চিহ্ন, তাহার পরিণাম যে অনন্ত সুখময়, সখীরা শকুন্তলাকে তাহা বুঝাইয়া দিল। আজ কণ্বদুহিতা,—মেনকার পরিত্যক্তা ও পক্ষীর পালিতা, শেষে কণ্ব কর্ত্তৃক পরিগৃহীতা এবং পরিবর্দ্ধিতা শকুন্তলার জন্য বনস্পতিগণ পর্য্যন্ত সজীব হইয়া সেবায় উদ্যত, চেতনাচেতন সকলেই শকুন্তলার জন্য উৎকণ্ঠিত, তাহাকে রাজরাণীর মত পাঠাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত। বনদেবতারা স্বয়ং তরুপল্লবে আবির্ভূত হইয়া স্বহস্তে শকুন্তলার অলঙ্কার বর্ধণ করিয়াছেন। বনবাসিনীকে তাঁহারা যে কত ভালোবাসেন,—কত স্নেহের চক্ষে দেখেন,—ইহা তাহারই প্রমাণ। সখীরাও গহনা দেখিয়াই অবাক্। এত গহনা ত তারা জীবনেও দেখে নাই বা নামও জানে না। কোন্ অঙ্গে কি পরাইতে হয়, তাহাই বা কে দেখাইয়া দিবে? বৃদ্ধা তাপসী গৌতমী পিসী,—একেবারে সেকেলে, তিনি জানেন ফুল-বেলপাতা, সমিধ্-কুশ, আশ্রমমৃগ, অতিথি-অভ্যাগত, আর সর্ব্বোপরি ভ্রাতা কণ্ব, ইহার বেশী তাঁহার জ্ঞান নাই, প্রয়োজনও নাই। তিনি চাহিয়া আছেন,—আর যাঁহার তপঃপ্রভাবে বনস্পতিগণের পর্য্যন্ত এই শকুন্তলা-সেবা,—তাঁহার কথা,—সেই স্নেহের সাগর জীবন্মুক্ত কণ্বের কথা ভাবিতেছেন।

শকুন্তলা।— (সপ্রণামং পবিক্রম্য জনান্তিকম্) হলা পিঅংবদে, ণং অজ্জউত্তদংসন অণুস্সুআএ বি অস্সমং পরিচ্চঅন্তীএ দুক্খেন মে চলণা পুবদো পবট্টন্তি ॥ ৯২ ॥

প্রিয়ংবদা।— ণ কেঅলং তবোবণ-বিবহ-কাদবা সহী এব্ব। তুএ উবট্ঠিদ-বিওঅস্স তবোবণস্স বি দাব সমবত্থা দীসই।

উগ্গলিঅ-দব্ভ-কঅলা মআ পবিচত্ত-ণচ্চণা মোবা।
ওসবিঅপণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও ॥ ॥ ৯৩ ॥

শকুন্তলা।— (স্মৃত্বা) তাদ, লদাবহিণিঅং বণজোসিণিং দাব আমন্তইস্সম ॥ ৯৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা প্রিয়ংবদে। নমু আর্য্যপুত্রদর্শনোৎসুকায়াঃ অপি আশ্রমং পরিত্যজন্ত্যাঃ দুঃখেন মে চরণৌ পুরতঃ প্রবর্ত্তেতে ॥ ৯২ ॥

ন কেবলং তপোবন-বিরহ-কাতরা সখী এব। ত্বয়া উপস্থিত-বিয়োগস্য তপোবনস্য অপি সমবস্থা দৃশ্যতে।

উদ্গলিত-দর্ভ-কবলাঃ মৃগাঃ পরিত্যক্তনর্ত্তনাঃ ময়ূরাঃ।
অপসৃত-পাণ্ডুপত্রাঃ মুঞ্চন্তি অশ্রূণি ইব লতাঃ ॥ ৯৩ ॥

তাত। লতাভগিনীং বনজ্যোৎস্নাং তাবং আমন্ত্রয়িষ্যে ॥ ৯৪ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(প্রণতিপূর্ব্বক দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া) সখি প্রিয়ংবদে। আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত যদিও আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে, কিন্তু আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা আর উঠিতেছে না, চলিতে চাহিতেছে না ॥ ৯২ ॥

প্রিয়ংবদা।—সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন-পরিত্যাগের দুঃখে কাতর হইয়াছ,—তাহা নহে, আজ তোমার বিরহ-স্মরণে তপোবনেরও কি দশা ঘটিয়াছে,—একবার চাহিয়া দেখ। মৃগকুলের মুখ হইতে অর্দ্ধচর্ব্বিত কুশ আপনিই পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরগণ চিরপরিচিত নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে। লতারাজি হইতে পাণ্ডুবর্ণের পাতাগুলি খসিয়া পড়িতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন—তাহারাও তোমার বিচ্ছেদ দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে ॥৯৩॥

শকুন্তলা।—(মনে পড়ায় যেন) পিতঃ, আমার লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে একবার অভিবাদন করিয়া আসি ॥৯৪॥

স্নেহের বন্ধন, স্নেহের প্রতাপ যে কত বড় অলঙ্ঘ্য, নিরাশী, যতাত্মা কণ্বের প্রভাব-প্রসূত এই অলঙ্কার-দান তাহার অমোঘ প্রমাণ।

সখীরা চিত্র-বিন্যায় পারদর্শিনী, অলঙ্কার-পরিশোভিত অনেক সুকুমার ছবিও তাহারা দেখিয়াছে,—তাই—সেই সংস্কারে,—চিত্রিত মূর্ত্তির গাত্রে আভরণ বিন্যাসের স্মরণে শকুন্তলাকে তাহারা সাজাইয়া দিল।

কবি—চিরদিনই স্বভাবসুন্দরীর প্রিয়সেবক। যাহা স্বভাবে নাই, তিনি তাহার ছায়াও মাড়ান না। তাঁহার বসন্ত-কুসুম-ভর-নতাঙ্গী উমাকে দেখিয়াছি, তাঁহার 'পর্য্যাপ্ত-পুষ্প-স্তবকাবনম্রা' গৌরীর লাবণ্যে জগৎকে একদিন উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছি, তাঁহার আর্ত্তব-প্রসূন-সন্নদ্ধা কামবধূ রতিকে দেখিয়াছি, তাঁহার লতা-প্রতানে উদ্‌গ্রথিত-কেশ ক্ষিতীশ্বর দিলীপকে দেখিয়া একদিন বিস্মিত হইয়াছি, আবার আজও 'আশ্রম-সুলভ' বন লতা, বন-ফুলের অলঙ্কার-সম্ভারসহ তাঁহার অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে দেখিলাম। প্রকৃতির মর্য্যাদা রক্ষা, প্রকৃতির সেবা তাঁহার সর্ব্বাগ্রে, দূরে কৃত্রিম বেশভূষার আদর। এতদিন শকুন্তলাকে তিনি, প্রকৃতির অকৃত্রিম সজ্জায় সাজাইয়া আসিয়াছেন। আজও যদি কণ্ব-তপোবন হইতে শকুন্তলা তপোবনান্তরে যাইত, তবে হয় ত, এই সকল কৃত্রিম ভূষার প্রয়োজনই হইত না। কিন্তু সে যাইতেছে আজ লোকালয়ে,—রাজবাড়ীতে, কৃত্রিমতার লক্ষবেষ্টনে যে পুরী পরিবেষ্টিত, সেই পুরীতে সে আজ যাইবে,—আসল তাপসীভাবের পরিবর্ত্তে তাহাকে রাজান্তঃপুরের ভাবে, দেবীভাবের পরিবর্ত্তে মানবীভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে, তাই এই সকল সাজ-সজ্জার আবশ্যকতা ॥ ৫৪—৭৪ ॥

তাৎপর্য্য।—উল্লসিত-যৌবনা কন্যা শকুন্তলার দুর্দ্দৈব-প্রশমনের জন্য,—কেন যথাসময়ে উপযুক্ত বর জুটিতেছে না,—তাহার প্রতিবিধানের জন্য, মহর্ষি কণ্ব সুদূর সোমতীর্থে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে আশ্রমে ফিরিয়াই দৈববাণীর মুখে সমস্ত শুনিয়াছেন,—তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শকুন্তলা নিজেই তাহার বর সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে, এবং শুধু তাহাই নহে, গর্ভবতী পর্য্যন্ত হইয়াছে,—জানিতে পারিয়াছেন, এবং যেমন জানিয়াছেন,

কাশ্যপঃ।— অবৈমি তে তস্যাং সোদর্য্য-স্নেহম্। ইয়ং তাবদ্ দক্ষিণেন ॥ ৯৫ ॥

শকুন্তলা।— (লতামুপেত্য) বণজোসিণি চূদ-সংগদা বি মং পচ্চালিঙ্গ ইদো গদাহিং সাহাবাহাহিং।
অজ্জপ্পহুই দূরপরিবট্টিণী দে ভবিস্সম্। ॥ ৯৬ ॥

কাশ্যপঃ।— সংকল্পিতং প্রথমমেব ময়া তবার্থে ভর্ত্তারমাত্মসদৃশং সুকৃতৈর্গতা ত্বম্।
চূতেন সংশ্রিতবতী নবমালিকেয়ম্ অস্যামহং ত্বয়ি চ সম্প্রতি বীত-চিন্তঃ ॥
ইতঃ পন্থানং প্রতিপদ্যস্ব— ॥ ৯৭ ॥

শকুন্তলা।— (সখ্যৌ প্রতি) হলা এসা দুবেণং বো হত্থে ণিক্‌খেবো ॥ ৯৭-ক ॥

উভে।— অঅং জণো কস্‌স হত্থে সমপ্‌পিদো। (বাষ্পং বিহরতঃ) ॥ ৯৮ ॥

কাশ্যপঃ।— অনসূয়ে! অলং রুদিত্বা। নন্বু ভবতীভ্যামেব স্থিরীকর্ত্তব্যা শকুন্তলা (সর্ব্বে পরিক্রামন্তি)। ॥ ৯৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—বনজ্যোৎস্নে! চূত-সঙ্গতা অপি মাং প্রত্যালিঙ্গ ইতোগতৈঃ শাখাবাহুভিঃ। অদ্য-প্রভৃতি দূর-পরিবর্ত্তিনী তে ভবিষ্যামি ॥ ৯৬ ॥

হলা, এষা দ্বয়োর্বাং হস্তে নিক্ষেপঃ ॥ ৯৭-ক ॥

অয়ং জনঃ কস্য হস্তে সমর্পিতঃ ॥ ৯৮ ॥

বঙ্গার্থ।—কাশ্যপ।—জানি মা, তাহাকে তুমি ভগিনীর মতই ভালোবাসো বটে,—জানি; এই দক্ষিণদিকে সেই লতা ॥ ৯৫ ॥

শকুন্তলা।—(লতাটিকে তুলিয়া ধরিয়া) বনতোষিণি! (বনজ্যোৎস্নে! বা) তুমি তোমার অভীষ্ট সহকারতরুর সহিত মিলিত হইয়াছ বটে, তবুও একবার ক্ষণেকের জন্য, তোমার শাখারূপ বাহু এই দিকে প্রসারিত করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। আজ হ'তে আমি তোমাকে ছাড়িয়া বহুদূরে চলিলাম ॥ ৯৬ ॥

কাশ্যপ।—মা শকুন্তলে! আমি প্রথম হইতে তোমার জন্য যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, নিজের পুণ্যবলে, তুমি, আমার সঙ্কল্পানুরূপ সেই প্রকার পতি লাভ করিয়াছ, আর এই নবমালিকা লতাও সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে;—সুতরাং মা, এই লতা এবং তুমি, তোমাদের উভয়ের সম্বন্ধেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম। এই দিকে পথ, অগ্রসর হও ॥ ৯৭ ॥

শকুন্তলা।—(সখীদ্বয়ের প্রতি) সখি! তোমাদের দু'জনের হাতে এই লতাকে দিয়ে গেলাম ॥ ৯৭-ক ॥

সখীদ্বয়।—আমাদিগকে কা'র হাতে দিয়ে যাচ্ছ? (অশ্রুবর্ষণ) ॥ ৯৮ ॥

কাশ্যপ।—অনসূয়ে! কেঁদে লাভ কি? কেঁদো না। তোমরাই না শকুন্তলাকে স্থির করবে? (সকলের পরিক্রমণ) ॥ ৯৯ ॥

অমনি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন যে,—না, আর তাহাকে আশ্রমে রাখা নয়, যাহার বস্তু, তাহাকে গছাইয়া দেওয়াই সঙ্গত, তাই সব বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অন্যান্য আশ্রম হইতে তাপসীরা আসিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সখীদ্বয় মনের মতন করিয়া শকুন্তলাকে সাজাইয়া দিয়াছে,—মালিনীতটের সেই পুণ্যাশ্রমে, পতিগৃহগমনোন্মুখী শকুন্তলাকে লইয়া আর্য্যা গৌতমী এবং অনসূয়া-প্রিয়ংবদা বসিয়া আছেন। আশে-পাশে আশ্রমের চির-পরিচিত ও চিরাদৃত মৃগ-মৃগী, ময়ূর-ময়ূরী প্রভৃতি নীরবে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ব্যাপার কি, কিছুই তাহারা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। দুষ্মন্তের রাজধানী অনেক দূরে,—অনেক গিরি, অনেক নদ-নদী, বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া তথায় যাইতে হইবে,—তাই দুইজন শিষ্য—শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত সঙ্গে যাইতেছেন,—ভালো দেখায় না, আচার-বিরুদ্ধও বটে,—তাই শুধু শিষ্যের সহিত নহে, গৌতমীকেও কণ্ব সঙ্গে পাঠাইতেছেন। সকলেই বসিয়া আছেন, মুখে কথাটিও নাই। যেন কার অপেক্ষায় তাঁহারা উদ্‌গ্রীব। এমন সময়ে সজল-নয়নে কণ্ব তথায় উপস্থিত হইলেন।

সংসার-বিরক্ত, চিরকুমার ঋষি তিনি, চিরদিন অধ্যাত্মচিন্তার অমৃত-হ্রদে নিমগ্ন মহাপুরুষ তিনি,—দয়ার প্রস্রবণ তিনি,—আজ জটিল সংসারের মলিন ছায়াস্পর্শে যেন কেমন একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ আপদে ত আর

শকুন্তলা।— তাদ এসা উড‌অপজ্জন্তচারিণী গব্ভমন্থরা মঅবহূ জদা অণঘপ্পসবা হোই তদা মে কং বি পিঅণিবেদইত্তঅং বিসজ্জইস্সসি ॥ ১০০ ॥

কাশ্যপঃ।— বৎসে! নেদং বিস্মরিষ্যামঃ। ॥ ১০১ ॥

শকুন্তলা।— (গতিভঙ্গং রূপয়িত্বা) কো ণু কৃখু এসো ণিবসণে মে সজ্জই (পরাবর্ত্ততে) ॥ ১০২ ॥

কাশ্যপঃ।— বৎসে।—

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি সোঽয়ং ন পুত্র-কৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে ॥ ॥ ১০৩ ॥

শকুন্তলা।— বচ্ছ, কিং সহবাসপরিচ্চাইণিং মং অণুসরসি। অচিরপ্পসূদাএ জণণীএ বিণা বিবড্ঢিদো এব্ব। দাণিং বি মএ বিরহিদং তুমং তাদো চিন্তইস্সদি। ণিবত্তেহি দাব। (রুদতী প্রস্থিতা) ॥ ১০৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তাত! এষা উটজ-পর্য্যন্ত-চারিণী গর্ভমন্থরা মৃগবধূঃ যদা অনঘপ্রসবা ভবতি, তদা কম্ অপি প্রিয়নিবেদয়িতারং বিসৃক্ষ্যসি ॥ ১০০ ॥

কঃ নু খলু এষঃ নিবসনে মে সজতি ॥ ১০২ ॥

বৎস! কিং সহবাস-পরিত্যাগিনীং মাং অনুসরসি? অচিরপ্রসূতয়া জনন্যা বিনা বিবর্দ্ধিতঃ এব। ইদানীম্ অপি ময়া বিরহিতং ত্বাং তাতঃ চিন্তয়িষ্যতি। নিবর্ত্তস্ব তাবৎ ॥ ১০৪ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—পিতঃ! এই মৃগবধূটি গর্ভভরে এতই অলস হইয়াছে যে, পর্ণশালার ধারে ধারেই ঘুরে বেড়ায়, দূরে যেতে পারে না, এর যখন একটি সুসন্তান হবে,—আমাকে খবর দিতে ভুল্‌বেন না। কাহাকেও পাঠিয়ে দেবেন ॥ ১০০ ॥

কাশ্যপ।—মা, এ কথাটা ভুল্‌বো না ॥ ১০১ ॥

শকুন্তলা।—(গমনে বাধা পেয়েই যেন) আমার পরিধেয় বসনে এসে কে এ জড়িয়ে যাচ্ছে? (ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) ॥ ১০২ ॥

কাশ্যপ।—বৎসে! যে মৃগশিশুর মুখ সুতীক্ষ্ণ কুশাগ্রে ক্ষত-বিক্ষত হইলে, তুমি স্বহস্তে ইঙ্গুদীফলের তৈল লেপনের দ্বারা তাহা প্রশমিত করিতে, এবং মুঠো মুঠো শ্যামা-ধান্যের শিষ খাইয়ে খাইয়ে যাহাকে তুমি বাঁচিয়েছিলে, যাকে তুমি পুত্রের মত দেখ্‌তে, সেই মৃগ এসে পথ আট্‌কিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিছুতেই সরছে না ॥ ১০৩ ॥

শকুন্তলা।—বাছা! আর কেন? আজ তোদের সংসর্গ চিরদিনের মত ছেড়ে যাচ্ছি, আমার অনুসরণে আর লাভ কি? প্রসবের পরেই তোর মা মরিয়া যাওয়ায় মাতৃহীন তোকে আমি মানুষ করেছিলুম। আজ আমিও চল্লুম,—পিতৃদেব তোকে দেখ্‌বেন।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান ॥ ১০৪ ॥

কখনো তিনি পড়েন নাই। এমন আকর্ষণের শত বেষ্টনীতে ত আর কখনো তাঁহাকে আবেষ্টিত করে নাই, যতই বলিষ্ঠ-হৃদয় মহাত্মা তিনি হন্ না কেন,—একটু বিচলিত হইতে হইয়াছে। পারেন নাই,—শকুন্তলাকে বিদায় দিতে হইবে,—আজ ছাড়িতে হইবে—চিন্তায় স্থির থাকিতে পারেন নাই,—তাঁহার গম্ভীর মুখচ্ছবির গাম্ভীর্য্য আজ যেন শতগুণ বাড়িয়াছে,—অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বমুহূর্ত্তবর্ত্তী অন্তরুদ্ধবহ্নি আগ্নেয়-গিরির ন্যায় মহর্ষি কণ্ব ধীর প্রশান্তমূর্ত্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে সেই বিদায়ক্ষেত্রের গাম্ভীর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইল, নিস্তব্ধতা যেন শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া তথায় অধিষ্ঠান করিল। যে উৎকণ্ঠার হাত হইতে নিস্তার-লাভের জন্য মনীষীরা সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক গহন অরণ্যে আশ্রয় লইয়া থাকেন, আজ সেই উৎকণ্ঠার বৃশ্চিক-দংশনে কণ্বের—সর্ব্বত্যাগী মহর্ষির হৃদয় অস্থির হইয়াছে। চক্ষুঃ অশ্রুজড়, কণ্ঠ অন্তরবরুদ্ধ বাষ্পভরে স্তম্ভিত,—জীবনে এমন দশায় আর তিনি পড়েন নাই। মনে কত কি জাগিতেছে। সেই বনমধ্যে পরিত্যক্তা, পক্ষি-পরিপালিতা শিশুকে বুকে করিয়া আশ্রমে আনা, এতদিন চোখেচোখে রাখা, হাতে করিয়া গড়িয়া তোলা,—স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তোলা,—আশ্রমের ভার, অতিথি-সংকারের ভার ন্যস্ত করিয়া

কাশ্যপঃ।— উৎপক্ষ্মণোর্নয়নয়োরুপরুদ্ধবৃত্তিং বাষ্পং কুরু স্থিরতয়া বিরতানুবন্ধম্।
অস্মিন্নলক্ষিত-নতোন্নত-ভূবিভাগে মার্গে পদানি খলু তে বিষমীভবন্তি ॥ ॥ ১০৫ ॥

শার্ঙ্গরবঃ।— ভগবন্! উদকান্তং স্নিগ্ধো জনঃ অনুগন্তব্যঃ ইতি শ্রূয়তে। তদিদং সরস্তীরম্, অত্র সন্দিশ্য প্রতিগন্তুম্ অর্হসি। ॥ ১০৬ ॥

কাশ্যপঃ।— তেন হি ইমাং ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়ামাশ্রয়ামঃ।
(সর্বে পরিক্রম্য স্থিতাঃ) ॥ ১০৭ ॥

কাশ্যপঃ।— (আত্মগতম্) কিং নু খলু তত্রভবতো দুষ্মন্তস্য যুক্তরূপমস্মাভিঃ সন্দেষ্টব্যম্
(চিন্তয়তি) ॥ ১০৮ ॥

শকুন্তলা।— (জনান্তিকম্) হলা পেক্খ—ণলিণীপত্তন্তরিআং বি সহঅরং অদেক্খন্তী আদুরা চক্কবাই আরড়ই। দুক্করং অহং করেমি। ॥ ১০৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হলা, পশ্য,—নলিনী-পত্রান্তরিতম্ অপি সহচরম্ অপশ্যন্তী আতুরা চক্রবাকী আরটতি। দুষ্করম্ অহং করোমি ॥ ১০৯ ॥

বঙ্গানুবাদ।—কাশ্যপ।—শকুন্তলে, অশ্রুভরে তোমার চোখের পাতা আড়ষ্ট হইয়াছে, কিছুই দেখিতে পাইতেছ না, নয়নজল সংবরণ কর; নতুবা এই উঁচু-নীচু পথে প্রতিপদেই তোমার পদস্খলনের সম্ভাবনা; পথ বড়ই বিষম ॥ ১০৫ ॥

শার্ঙ্গরব।—ভগবন্! শাস্ত্রে আছে—জল পর্য্যন্ত প্রিয়জনের অনুগমন করাই বিধেয়, তা' এই ত সরোবরের তীর, এখানে দাঁড়িয়ে,—যা' বল্‌বার ব'লে ফিরে গেলে হয় না? ॥ ১০৬ ॥

কাশ্যপ।—তা হ'লে এস,—এই বট-বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া আমরা দাঁড়াই।
(সকলের তথায় গমন ও স্থিতি) ॥ ১০৭ ॥

কাশ্যপ।—(আত্মগত) সেই রাজাধিরাজ দুষ্মন্তের উপযুক্ত কি কথা বলা যেতে পারে? (চিন্তা করিতে লাগিলেন) ॥ ১০৮ ॥

শকুন্তলা।—(জনান্তিকে) ওলো, একবার চেয়ে স্খাখ্, সহচর চক্রবাক একটু কমল-পত্রের আড়ালে গিয়াছে, তাই তাকে না দেখ্‌তে পেয়ে চক্রবাকী কিরূপ কাতর হয়ে পড়েছে এবং কত আর্ত্তনাদ কর্চ্ছে! উঃ,—আমি কি ঘোর অপকর্ম্মই না কর্চ্ছি? কতদিন প্রিয়তমকে ছেড়ে আছি! ॥ ১০৯ ॥

নিশ্চিন্তহৃদয়ে দেশ-দেশান্তরে,—কত তীর্থে, কত আশ্রমান্তরে যাওয়া,—নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে স্নেহের তরঙ্গ ওঠা,—কত কি আজ বিদায়কালে কণ্বের মনে জাগিতেছে। সংসার-বিরক্ত ঋষি তিনি, পালিত কন্যার বিদায়কালে তাঁহারই যখন এই দশা, এতটা বৈমনস্য, তখন সংসারবিমুগ্ধ গৃহী যাঁরা, দুহিতার নববিচ্ছেদে তাঁহাদের চিত্ত, না জানি, কতটা ব্যথিত হয়,—ভাবিয়া দয়াময় ঋষির দয়ার্দ্র হৃদয় অধিকতর কাতর হইয়া পড়িতেছে। এতদিনে তাঁহার আদরিণী শকুন্তলা পতিগৃহে,—ভারতেশ্বরের গৃহে রাজরাণী হইতে যাইতেছে ভাবিয়া তাঁহার নয়ন আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইতেছে, এতদিনে তাঁহার শকুন্তলা সত্যই ছাড়িয়া চলিল ভাবিয়া তাঁহার নয়ন বিষাদবাষ্পে ভরিয়া উঠিতেছে,—কিছুতেই তিনি দরবিগলিত অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। শকুন্তলা তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। কণ্বের কম্পিত কণ্ঠ হইতে আশীর্ব্বচন উদীরিত হইল। শকুন্তলা যাত্রা করিলেন, সঙ্গে গৌতমী ও শার্ঙ্গরব এবং শারদ্বত নামে দুইজন শিষ্য। শকুন্তলার যাত্রা আরম্ভ হইতেই তরুশিরে কোকিলগণ করুণ কূজন করিয়া উঠিল। গৌতমী অমনিই কহিলেন—'বাছা! বনদেবতারা তোমাকে বড়ই ভালোবাসেন, ঐ শুন, কোকিলকূজনচ্ছলে, তাঁহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, প্রণাম কর।'—প্রণাম করিয়া শকুন্তলা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন; তপোবনের তদানীন্তন বিষাদপূর্ণ মূর্ত্তি দর্শনে বালিকার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল; দেখিলেন—হরিণগণ আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থিরনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহাদের মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য ছাড়িয়া ঊর্দ্ধ-নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছে; কোকিলগণ রসাল-মুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরবে বসিয়া আছে; ভ্রমর-ভ্রমরী মধুপানে বিরত হইয়া গুণ্‌গুণ ধ্বনি পরিহার করিয়াছে।

অনসূয়া।— সহি মা এব্বং মন্তিঅ—

এসা বি পিএণ বিনা গমেই রঅণিং বিসাঅদীহঅরম্।
গরুঅং বি বিরহদুক্খং আসাবন্ধো সহাবেই ॥ ॥ ১১০ ॥

কাশ্যপঃ।— শার্ঙ্গরব। ইতি ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য বক্তব্যঃ ॥ ১১১ ॥

শার্ঙ্গরবঃ।— আজ্ঞাপয়তু ভগবান্। ॥ ১১২ ॥

কাশ্যপঃ।— অস্মান্ সাধু বিচিন্ত্য সংযম-ধনানুচ্চৈঃ কুলং চাত্মন-
স্ত্বয্যস্যাঃ কথমপ্যবান্ধবকৃতাং স্নেহ-প্রবৃত্তিং চ তাম্।
সামান্য-প্রতিপত্তিপূর্ব্বকমিয়ং দারেষু দৃশ্যা ত্বয়া
ভাগ্যায়ত্তমতঃ পরং ন খলু তদ্বাচ্যং বধূবন্ধুভিঃ ॥ ॥ ১১৩ ॥

শার্ঙ্গরবঃ।— সুগৃহীতঃ সন্দেশঃ। ॥ ১১৪ ॥

কাশ্যপঃ।— বৎসে। ত্বমিদানীমনুশাসনীয়াসি। বনৌকসোঽপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্ ॥ ১১৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সখি, মা এবং মন্ত্রয়িত্বা—

এষাপি প্রিয়েণ বিনা গময়তি রজনীং বিষাদ-দীর্ঘতরাম্।
গুরুকম্ অপি বিরহদুঃখম্ আশাবন্ধঃ সাহয়তি ॥ ১১০ ॥

বঙ্গার্থ।—অনসূয়া।—সখি। ও কথা বলিস্ নে—

এই চক্রবাকীও ত প্রিয়তম চক্রবাককে ছেড়ে, বিরহে—শত রজনীর মত দীর্ঘ রজনী কত কষ্টে কাটিয়ে থাকে। নিরবচ্ছিন্ন মিলন ত ইহার ভাগ্যেও ঘটে না। ভাই। বিরহের দুঃখ যতই দুঃসহ হোক্ না কেন, মিলনের আশায় তাহা সহিতে হয়, স'য়ে স্থাথ্ ॥ ১১০ ॥

কাশ্যপ।—শার্ঙ্গরব। শকুন্তলাকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া,—আমার অভিপ্রায়মতে, তুমি সেই রাজাকে এই কথাগুলি বলিবে ॥ ১১১ ॥

শার্ঙ্গরব।—ভগবন্! আদেশ করুন ॥ ১ ২ ॥

কাশ্যপ।—বলিবে—"আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি, তুমিও অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে, আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা, ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে—ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।" (বিদ্যাসাগর) ॥ ১১৩ ॥

শার্ঙ্গরব।—এ সংবাদ আমি মনে গাথিয়া লইলাম ॥ ১১৪ ॥

কাশ্যপ।—বৎসে। এখন তোমাকেও দু' একটি উপদেশ দিব। আমরা যতই বনবাসী হই না কেন, লৌকিক ব্যাপারেও নেহাৎ অজ্ঞ নহি ॥ ১১৫ ॥

শকুন্তলার চক্ষে জল আসিল। দেখিলেন,—অদূরে তাঁহার সেই বড় যত্নের নবমালিকা, আদর করিয়া তিনি তাহার নাম রাখিয়াছিলেন,—বনজ্যোৎস্না, সে আপনিই গিয়া সমীপস্থ একটি সহকার-তরুকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাই তাহাকে স্বয়ংবর-বধূ বলিয়াও ডাকিতেন। তাড়াতাড়ি শকুন্তলা সেই বনজ্যোৎস্নার নিকটে গেলেন এবং কহিলেন,—বনজ্যোৎস্নে! তোমার শাখাবাহুর দ্বারা আজ একবার আমাকে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন কর, আজ হইতে আমি জন্মের মত তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম, বলিতে বলিতে কণ্বদুহিতা কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই করুণ দৃশ্যে সকলেরই চক্ষে জল আসিল। শকুন্তলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই লতাটিকে ধরিয়া সখীদিগকে কহিলেন, 'তোমাদের হস্তে আমার এই বনতোষিণীকে সঁপিয়া গেলাম।' সখীরাও অশ্রুবর্ষী নয়নে উত্তর দিল—"আমাদিগকে কার হাতে সঁপিয়া চল্লি?"—কণ্ব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন—"অনসূয়ে, তোমরা অমন করিলে, শকুন্তলাকে কে সান্ত্বনা দিবে।"—কহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারও বুক বুঝি ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি যখন বলিলেন,—'মা, সেই প্রথম হইতে, যে দিন তোমাকে পাইয়াছিলাম, সেই দিন হইতে তোমার জন্য যেরূপ পাত্র মনে মনে ভাবিতাম, নিজের পুণ্যফলে, তুমি তোমার অনুরূপ ঠিক সেই প্রকার বর প্রাপ্ত হইয়াছ, আর তোমার আদরের এই নবমালিকা লতাও সহকার-তরুকে আশ্রয় করিয়াছে,—সুতরাং এখন

শার্ঙ্গরবঃ।—ন খলু দীয়তাং কশ্চিদ্‌বিষয়ো নাম। ॥ ১১৬ ॥

কাশ্যপঃ।— সা ত্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥
কথং বা গৌতমী মন্যতে। ॥ ১১৭ ॥

গৌতমী।— এত্তিঅো বহুজণস্স উবদেসো। জাদে এদং কথু সব্বং ওধারেহি ॥ ১১৮ ॥

কাশ্যপঃ।— বৎসে! পরিষজস্ব মাং সখীজনঞ্চ। ॥ ১১৯ ॥

শকুন্তলা।—তাদ, ইদো এব্ব কিং পিঅংবদামিস্সা সহীঅো নিবত্তিস্সন্তি ॥ ১২০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—

এতাবান্ বধূজনস্য উপদেশঃ; জাতে! এতৎ খলু সর্ব্বম্ অবধারয় ॥ ১১৮ ॥

তাত! ইতঃ এব কিং প্রিয়ংবদামিশ্রাঃ সখ্যঃ নিবর্ত্তিষ্যন্তে ॥ ১২০ ॥

বঙ্গার্থ।—শার্ঙ্গরব।—যাঁহারা ধনবান্, তাঁহাদের আবার বৃদ্ধির অগোচর কি থাকিতে পারে? ॥ ১১৬ ॥

কাশ্যপ।—"তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নীদের সহিত প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে; পরিচারিকাদিগের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য-প্রকাশে কখনও কার্পণ্য করিবে না বা আপনার সৌভাগ্যের গর্ব্বে কদাচ গর্ব্বিত হইবে না। স্বামী যতই কর্কশ ব্যবহার করুন না কেন, তুমি কিন্তু কখনও ক্রোধের বশীভূতা এবং বিরুদ্ধচারিণী হইবে না। শকুন্তলে! ললনারা এইরূপ ব্যবহারের দ্বারাই ক্রমে গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে; যাহারা ইহার বিপরীত ব্যবহার করে, তাহারা কুলের পীড়াস্বরূপ। এ সম্বন্ধে গৌতমী কি মনে করেন? (বিস্তাসাগর) ॥ ১১৭ ॥

গৌতমী।—বধূদের পক্ষে এই-ই ত ঠিক্ উপদেশ। বাছা, এই কথাগুলি মনে গেঁথে রেখো ॥ ১১৮ ॥

কাশ্যপ।—বৎসে! আমাকে এবং তোমার সখীদিগকে আলিঙ্গন কর ॥ ১১৯ ॥

শকুন্তলা।—তাত! প্রিয়ংবদা প্রভৃতি সখীরা কি এখান হ'তেই ফিরে যাবে? ॥ ১২০ ॥

আমি, তুমি এবং এই লতিকা, তোমাদের উভয়ের সম্বন্ধেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইলাম। তোমাদের ভাবনা আর আমার ভাবিতে হইবে না।' মহর্ষি মুখে এই কথাগুলি বলিতেছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিক্ষণেই মনে মনে স্নেহের দুশ্ছেদ্য বন্ধনের তীব্রতা অনুভব করিতেছিলেন। এরূপ প্রসঙ্গ যত সত্বর বিরত হয়, ততই মঙ্গল। ইহার প্রসঙ্গ কোন মতেই বিবেকীর কমনীয় নহে। তাই তিনি কথা আর বাড়িতে না দিয়া,—ইহার পরেই বলিলেন,—'শকুন্তলে, রওনা হও।' নবমালিকা সম্বন্ধে ঐ উক্তির পরই 'রওনা হও'—এই কথায়, কণ্বের হৃদয় যে কতদূর আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহার কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়।

যাত্রাকালের এই সময়ে, কবি, এমন কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—যদ্দ্বারা শকুন্তলার কোমল হৃদয়ের প্রতি পরমাণু পর্য্যন্ত যেন দেখিতে পাইতেছি। দেখিতে পাইতেছি যে, সে হৃদয় কি স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত, সে হৃদয় কি অপূর্ব্ব দৈব মহিমায় মহিমান্বিত, সে হৃদয়ের প্রকৃত স্বরূপ এতক্ষণে প্রকাশ পাইল। স্নেহ-মমতা ছাড়া সে হৃদয়ে যে আর কিছুই নাই, তাহা এই যাত্রাকালে ফুটিয়া বাহির হইল। শকুন্তলার প্রতি কথায়, প্রতি বর্ণে, প্রতি পাদবিক্ষেপে, সামাজিকগণ দেখিলেন যে, তাঁহার অন্তঃকরণের সমস্ত উপাদানই স্বর্গীয়, মর্ত্তের কোনরূপ মালিন্য তাহাতে নাই। কোথায় কোন্ হরিণী আসন্নপ্রসবা,—শকুন্তলার প্রাণ তাহার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। পশুপক্ষীও তাঁহার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মাতৃহীন হরিণশিশু আসিয়া পায়ে পড়িয়া যখন তাঁহার গতিরোধ করিল, তখন তিনি নিরুপায় শিশুর মতন কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা কণ্বের দিকে চাহিলেন। পার্শ্বে সরোবরে, ক্ষণকালের জন্য, চক্রবাক নলিনীপত্রের অন্তরালে ঢাকা পড়িয়াছে, আর অমনই তাহাকে না দেখিতে পাইয়া চক্রবাকী করুণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়াছে,—শকুন্তলার সে দিকে দৃষ্টি পড়িল। ক্ষুদ্রপ্রাণা চক্রবাকী প্রিয়তমের তিলমাত্র অদর্শনে জগৎ অন্ধকার দেখিতেছে, আর তিনি মানুষ হইয়া এই দীর্ঘকাল প্রিয়বিরহে বাঁচিয়া আছেন! তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল। মনস্বী কণ্ব নীরবে এ সমস্তই দেখিতেছিলেন, প্রতি

কাশ্যপঃ।— বৎসে। ইমে অপি প্রদেয়ে। ন যুক্তমনয়োস্তত্র গন্তুম্। ত্বয়া সহ গৌতমী যাস্যতি ॥ ১২১ ॥

শকুন্তলা।— (পিতরমাশ্লিষ্য) কহং দাণিং তাদস্স অঙ্কাদো পরিব্ভট্টা মলঅ তরুম্মুলিদা চন্দন-লদা বিঅ দেসন্তবে জীবিদং ধারয়িস্সম্। ॥ ১২২ ॥

কাশ্যপঃ।— বৎসে। কিমেবং কাতবাসি ?—

অভিজনবতো ভর্ত্তুঃ শ্লাঘ্যে স্থিতা গৃহিণীপদে বিভব-গুরুভিঃ কৃত্যৈস্তস্য প্রতিক্ষণমাকুলা।
তনযমচিরাৎ প্রাচীবার্কং প্রসূয চ পাবনং মম বিবহজাং ন ত্বং বৎসে শুচং গণযিষ্যসি ॥ ১২৩ ॥

(শকুন্তলা পিতুঃ পাদযোঃ পততি)

কাশ্যপঃ।— যদিচ্ছামি, তে তদস্তু। ॥ ১২৩-ক ॥

শকুন্তলা।—(সখ্যাবুপেত্য) হলা দুবে বি মং সমং এব্ব পরিস্সজহ ॥ ১২৪ ॥

সখ্যৌ।— (তথা কৃত্বা সহি। জই ণাম সো রাআ পচ্চহিণ্ণাণ-মন্তরো হোই, তদো সে ইমং অত্তণামহেঅঙ্কিঅং অঙ্গুলীঅঅং দংসেস্থ। ॥ ১২৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কথম্ ইদানীং তাতস্য অঙ্কাৎ পরিভ্রষ্টা মলয়তরূন্মূলিতা চন্দন-লতা ইব দেশান্তরে জীবিতং ধারয়িষ্যামি ॥ ১২২ ॥

হলা, দ্বে অপি মাং সমম্ এব পরিষ্বজেথাম্ ॥ ১২৪ ॥

সখি! যদি নাম সঃ রাজা প্রত্যভিজ্ঞান-মন্থরো ভবেৎ, তদা তস্মৈ ইদম্ আত্ম-নামধেয়াঙ্কিতম্ অঙ্গুরীয়কং দর্শয় ॥ ১২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—কাশ্যপ।—বৎসে। এদের দু'জনকেও ত সম্প্রদান কর্ত্তে হবে, এদের সেখানে যাওয়া সঙ্গত নহে। তোমার সাথে গৌতমী যাবেন ॥ ১২১ ॥

শকুন্তলা।—(পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া) পিতঃ। মলয়তরু হইতে উন্মূলিত চন্দন-লতার ন্যায়, আপনার অঙ্ক হইতে স্খলিত হয়ে কি ক'রে আমি অপরিচিত দেশে গিয়ে প্রাণধারণ কর্ব্বো ? ॥ ১২২ ॥

কাশ্যপ।—মা। এত আকুল হচ্ছো কেন ?

তোমার সমৃদ্ধ স্বামীর বিরাট সংসারের গৌরবপূর্ণ গৃহিণীর আসনে অভিষিক্ত হইয়া, যখন তুমি তাঁহার সম্পদের অনুরূপ বড় বড় ক্রিয়াকর্ম্মে নিশিদিন ব্যস্ত থাকবে, এবং পূর্ব্বদিক্ যেমন জগৎ-পাবন সূর্য্যকে প্রসব করেন, তদ্রূপ লোক-পাবন পুত্র প্রসব করবে, তখন আমার বিচ্ছেদ-দুঃখ আর তোমার মনেও পড়বে না ॥ ১২৩ ॥

(শকুন্তলা পিতার পায়ের উপর পড়িলেন)

কাশ্যপ।—যা' ভাবছি, তোমার তাই হোক্ ॥ ১২৩—ক ॥

শকুন্তলা।—(সখীদ্বয়ের নিকটে গিয়া) ওলো, তোরা দু'জনে একসময়ে আমাকে একবার আলিঙ্গন কর্ ॥ ১২৪ ॥

সখীদ্বয়।—(তাহাই করিয়া) সখি, সেই রাজার যদি তোকে চিন্তে বিলম্ব হয়, তখন, তাঁর নিজের নাম-লেখা এই আংটীটি তাঁকে দেখাস্ ॥ ১২৫ ॥

পত্রস্পন্দনেও যে কোমল-হৃদয়া দুহিতার ক্ষণে ক্ষণে ভাবান্তর ঘটিতেছিল, তাহা তিনি বিলক্ষণরূপেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। এ অবস্থার শেষ নাই, শেষ হয় না। কি সংযোগ কি বিয়োগ - উভয়ত্রই এ অবস্থা অফুরন্ত। এই অবস্থাতেই প্রেমিকের হৃদয়-বীণায় বাজিয়া উঠে—

"লাখ জনম হাম হিয়া পর রাখনু,
তবু হৃদি জুড়নো না গেল।"

আর বাড়িতে না দিয়া কণ্ব যখন কহিলেন—"শকুন্তলে, আমাকে এবং তোমার সখীদ্বয়কে আলিঙ্গন কর," তখন পর্য্যন্তও শকুন্তলা স্বপ্নের ঘোরে ভাসিতেছিলেন, শৈশবসঙ্গিনী সখীরা আর তিনি যে এক, এ ধারণা তখনও তাঁহার ভাঙ্গে নাই। তিনি কণ্বকে আদরোচ্ছলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সখীরা তাঁহার সঙ্গেই যাইবে ত ? তিনি জানিতেন,—তাঁহাদের তিন জনেরই গন্তব্য স্থান ও মন্তব্য বিষয় এক। কণ্বের উত্তরে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। "এরা কোথায় যাবে ? ইহা-দিগকেও ত সম্প্রদান করিতে হইবে, আর তা' ছাড়া, এদের কি দুষ্যন্ত-সদনে যাওয়া ভালো দেখায়"—ইত্যাদি উক্তিতে

শকুন্তলা।— ইমিণা সংদেসেন -বো আকম্পিঅং ম্হি। ॥ ১২৬ ॥

সখ্যৌ।— মা ভাআহি। সিণেহো পাবসঙ্কী। ॥ ১২৭ ॥

শাঙ্গ´রবঃ।— যুগান্তরমারূঢ়ঃ সবিতা। ত্বরতাং ভবতী। ॥ ১২৮ ॥

শকুন্তলা।— (আশ্রমাভিমুখী স্থিত্বা) তাদ, কদা ণু ভূঅো তবোবণং পেক্‌খিস্সং ॥ ১২৯ ॥

কাশ্যপঃ।—শ্রূয়তাম্—

ভূত্বা চিরায় চতুরন্তমহী-সপত্নী দৌষ্যন্তিমপ্রতিরথং তনয়ং নিবেশ্য।
ভর্ত্রা তদর্পিত-কুটুম্ব-ভরেণ সার্দ্ধং শান্তে করিষ্যসি পদং পুনরাশ্রমেঽস্মিন্ ॥ ১৩০ ॥

গৌতমী।— জাদে পরিহীঅই গমণবেলা। ণিবত্তেহি পিদরং। অহবা চিরেণ বি পুণো এসা
এববং মন্তইস্‌সদি, ণিবত্তদু ভবং। ॥ ১৩১ ॥

প্রাকৃতাংশানুবাদ।—অনেন সন্দেশেনবাম্ আকম্পিতা অস্মি ॥ ১২৬ ॥

মা বিভীহি। স্নেহঃ পাপ-শঙ্কী ॥ ১২৭ ॥

তাত! কদা নু ভূয়ঃ তপোবনং প্রেক্ষিষ্যে ॥ ১২৯ ॥

জাতে, পরিহীয়তে গমন-বেলা। নিবর্ত্তয় পিতরম্। অথবা চিরেণ অপি পুনঃ এষা এবং মন্ত্রয়িষ্যতে। নিবর্ত্ততাং ভবান্ ॥ ১৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—তোদের এই কথায় আমার বুক কেঁপে উঠ্‌ছে ॥ ১২৬ ॥

সখীদ্বয়।—সখি! ভয় পা'স্ নে; স্নেহের ধর্ম্মই হলো মন্দটা আশঙ্কা করা ॥ ১২৭ ॥

শাঙ্গ´রব।—বেলা দ্বিপ্রহর হয়ে উঠলো। শকুন্তলে! একটু তাড়াতাড়ি কর ॥ ১২৮ ॥

শকুন্তলা।—(আশ্রমের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে) পিতঃ! আবার কবে তপোবন দেখ্‌তে পাব? ॥ ১২৯ ॥

কাশ্যপ।—শোন—কবে দেখ্‌বে,—"বৎসে! স-সাগরা ধরিত্রীর একাধিপতি মহিষী হইয়া এবং অপ্রতিহত-প্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া পতি সমভিব্যাহারে পুনরায় এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।" (বিদ্যাসাগর) ॥ ১৩০ ॥

গৌতমী।—বাছা! আর কেন? যাইবার কাল বহিয়া যায়; তোমার পিতাকে ফিরে যেতে বল। অথবা যত দেরিই হোক্,—কিছুতেই শকুন্তলা নিবৃত্ত হবে না, এইরূপই কান্নাকাটি করবে; দাদা, আপনি ফিরিয়া যান ॥ ১৩১ ॥

শকুন্তলার চমক ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার গন্তব্য স্থান এক, আর সখীরা অন্য পথের যাত্রী। শকুন্তলা চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। অবশদেহে তাড়াতাড়ি কণ্বের কোলের মধ্যে যাইয়া শকুন্তলা সজল-নয়নে ও গদ্‌গদ-বচনে কহিলেন—'পিতঃ! আপনাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব'?—বলিতে বলিতে অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে তিনি পরশু-নিকৃত্তা শালযষ্টির ন্যায় কণ্বের পাদমূলে পতিত হইলেন। ক্রমে গিয়া তিনি সখীদ্বয়ের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে, হৃদয়ের কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য-সম্পাদনপূর্ব্বক, সখীরা শকুন্তলাকে কহিল,—"সখি, যদি রাজা চিনিতে না পারেন, তাঁহার নামাঙ্কিত এই আংটিটি দেখাস্।" সখীদের কথায় শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। হৃদয়ের মধ্যে একটা উত্তুঙ্গ তরঙ্গ উঠিয়া, তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানিকে নিমেষের জন্য বিষম তোলপাড় করিয়া গেল। সখীদের প্রবোধবচনে তিনি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা কেমন যেন বিশ্রী বোধ হইতে লাগিল। সত্যবাক ঋষি কণ্বের মনে যত কিছু শুভাকাঙ্ক্ষা এতদিন শকুন্তলার নিমিত্ত সঞ্চিত ছিল, সে সমস্ত যেন আজ গিরিনির্ঝরের ন্যায় ..বেগে হইয়া আসিল; প্রাণ ভরিয়া কণ্ব শকুন্তলাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গৌতমী বুঝাইয়া দিলেন যে, ও সব আশীর্ব্বাদ নহে, বর। মহর্ষি কণ্বের কথা কখনও বিফল হইবার নহে।

শকুন্তলা আবার কণ্বকে আলিঙ্গন করিলেন, কণ্বও আবার আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। শেষে কণ্ব আর "অমুক হউক, অমুক সম্পদ্ লাভ কর"—ইত্যাদি নাম করিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া:

কাশ্যপঃ।— বৎসে! উপরুধ্যতে তপোঽনুষ্ঠানম্। ॥ ১৩২

শকুন্তলা।—(ভূয়ঃ পিতরমাশ্লিষ্য) তবচ্চরণ-পীডিঅং তাদ-সরীবং। তা মা অতিমেত্তং মম কিদে উক্কণ্ঠিউং। ॥ ১৩৩ ॥

কাশ্যপঃ।— (সনিশ্বাসম্)

শমমেষ্যতি মম শোকঃ কথং নু বৎসে ত্বয়া বচিতপূর্ব্বম্।
উটজদ্বারি বিরূঢং নীবারবলিং বিলোকযতঃ ॥

গচ্ছ,—শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু। [নিষ্ক্রান্তা শকুন্তলা সহযাযিনশ্চ ॥ ১৩৪ ॥

সখ্যৌ।— (শকুন্তলাং বিলোক্য) হদ্ধী হদ্ধী অন্তবিহিআ সউন্তলা বণবাইএ ॥ ১৩৫ ॥

কাশ্যপঃ।— (সনিশ্বাসম্) অনসূয়ে, গতবতী বাং সহধর্ম্মচাবিণী। নিগৃহ্য শোকমনুগচ্ছ মাম্। [প্রস্থিতঃ ॥ ১৩৬ ॥

উভে।— তাদ, সউন্তলা-বিবহিঅং সুণ্ণং বিঅ তবোবণং পবিসামো ॥ ১৩৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তপশ্চরণপীডিতং তাত শরীরম্। তৎ মা অতিমাত্রং মম কৃতে উৎকণ্ঠিতুম্॥ ১৩৩ ॥

হা ধিক্ হা ধিক্ অন্তর্হিতা শকুন্তলা বনরাজিভিঃ ॥১৩৫॥

তাত। শকুন্তলাবিরহিতং শূন্যম্ ইব তপোবনং প্রবিশামঃ ॥ ১৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—কাশ্যপ।—বৎসে। তপস্যার ব্যাঘাত হচ্ছে ॥ ১৩২ ॥

শকুন্তলা।—(পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) পিতঃ। কঠোর তপস্যায় আপনার শরীব অতিশয় ক্লিষ্ট, সুতবাং আমার জন্য বেশী উৎকণ্ঠিত হইবেন না ॥ ১৩৩ ॥

কাশ্যপ।—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) পর্ণশালার দ্বারদেশে পূজার জন্য তুমি যে সকল তৃণধান্য ছড়াইতে, আজ সেগুলি অঙ্কুরিত হইয়াছে,—বল দেখি, সেই শ্যামল কুটীরদ্বাবের দিকে যখন চাহিব, তখন কি করিয়া আমার শোক প্রশমিত হইবে? দেখলেই যে তোমাব কথা মনে পডবে। যাও মা, তোমাব পথ মঙ্গলময় হউক। (শকুন্তলা ও সহযাত্রিগণের নিষ্ক্রমণ)॥ ১৩৪ ॥

সখীদ্বয়।—(শকুন্তলার দিকে চাহিয়া) হায় হায়, আর দেখা যায় না। বনবাজি যেন শকুন্তলাকে ঢাকিয়া ফেলিল ॥ ১৩৫ ॥

কাশ্যপ।—(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) অনসূয়ে, তোমাদেব সহধর্ম্মচাবিণী শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে। শোকাবেগ সংবরণপূর্ব্বক আমার অনুগমন কর। [প্রস্থান ॥ ১৩৬ ॥

সখীদ্বয়।—তাত। চেয়ে দেখুন, এক শকুন্তলার বিহনে তপোবন যেন শূন্য ব'লে মনে হচ্ছে ॥ ১৩৭ ॥

আসিল, কহিলেন,—"মা। যাহা ভাবি, তোমাব তাহাই হউক,"—ভাষা এ সময়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, নীরব হইয়া আসিল,—শুধু স্নেহবর্ষী নয়নের দৃষ্টিতে সেই চরম আশীর্ব্বচন উদীরিত হইল।

শকুন্তলা বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। দেখিতে দেখিতে শিষ্যদ্বয় ও গৌতমীব সহিত সেই নিবিড় বনপথ বাহিয়া শকুন্তলা অনেক দূর চলিয়া গেলেন। ক্রমে শ্যামল বনরাজি তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। সখীরা এতক্ষণ কোনমতে রোদন সংবরণ করিয়াছিল, এবার মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া, গৃহস্থ যেমন সজল-নয়নে ও শূন্য-হৃদয়ে শূন্য মন্দিরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ, সখীরাও শূন্য-হৃদয়ে শূন্য তপোবনে কণ্বের সহিত প্রবেশ করিল।

শকুন্তলার এই প্রকার সম্মিলনের পরিণাম যে বড় সুখকর নহে, এইরূপ অজ্ঞাত-হৃদয়ের ঝটিতি বিনিময় যে বড় শুভোদর্ক নহে, ইহা কুলপতি কণ্ব বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই দুই জন ব্যবহারজ্ঞ শিষ্য ও ভগিনী গৌতমীকে শকুন্তলার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুষ্যন্তকে কি কি বলিতে হইবে, কোন্ কোন্ কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে, তাহাও শিষ্যদ্বয়কে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। ঋষি তাঁহারা, আজন্ম ব্রহ্মচারী তাঁহারা, সংযম ছাড়া তাঁহাদের অন্য ধন নাই, দুষ্যন্ত আশ্রমবাসীদের সেই ধন হরণ করিয়াছেন,—এ কথাটা দুষ্যন্তকে বুঝাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দুষ্যন্ত উচ্চকুলের অবতংস, যাহা করিয়া বসিয়াছেন, তাহার আর প্রতিপ্রসব নাই। এক্ষণে অন্ততঃ পক্ষে স্বীয় সমুচ্চ

কাশ্যপঃ।— স্নেহপ্রবৃত্তিরেবংদর্শিনী। (সবিমর্শং পরিক্রম্য) হন্ত ভোঃ শকুন্তলাং বিসৃজ্য লব্ধমিদানীং স্বাস্থ্যম্। কুতঃ—

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিত-ন্যাস ইবান্তরাত্মা॥

[নিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে। ॥ ১৩৮ ॥

সমাপ্তঃ চতুর্থোঽঙ্কঃ।

ব্রহ্মার্থ।—কাশ্যপ।—বৎসে! স্নেহের মোহে এই রকমই মনে হয়। (বিজ্ঞভাবে দু'এক পা' চলিতে চলিতে) শকুন্তলাকে পাঠাইয়া আজ যেন আমার দেহটা হাল্‌কা হয়ে গেল; শরীর জুড়লো;—কেননা, গচ্ছিতধন ধনস্বামীর নিকট প্রত্যর্পণ করিয়া লোকে যেমন একটা স্বস্তি বোধ করে, তাহার সকল উদ্বেগ কাটিয়া যায়, তদ্রূপ, আজ শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রত্যর্পণ করিয়া, আমিও নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত হইলাম। [সকলের নিষ্ক্রমণ ॥১৩৮॥

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

বংশের কথা স্মরণ করিয়া আর কোনো অবিমৃশ্যকারিতা করিয়া না বসেন,—এ বিষয়টাও ভালো করিয়া সমজাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন; আর সর্ব্বোপরি, একবার অন্ততঃ মনে মনেও শকুন্তলার যথাসর্ব্বস্বদানের কথাটা চিন্তা করিতে দুষ্মন্তকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ত্রিজগতের কেহ জানিল না, আশ্রমের বন্ধুবান্ধবেরা কেহ জানিল না, যেমন দুষ্মন্তের প্রার্থনা, অমনি তপস্বি-দুহিতার সেই অদ্ভুত আত্মদানের কথা যেন রাজা বিস্মৃত না হন,—অতি সৌজন্যের সহিত, মহর্ষি দুষ্মন্তকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। নিস্পৃহ তাপস তিনি, শকুন্তলা সম্বন্ধে তাঁহার দুষ্মন্তের নিকট অন্য কোন প্রার্থনা নাই,—রাজারাজড়ার সংসারে দুইশ জন রাণীর মধ্যে শকুন্তলাও একটি, এইটুকুমাত্র রাজাকে মনে রাখিতে বলিয়াছিলেন। ইহার অধিক তিনি আর কিছুই চান না। আর যাহা,—পাটরাণী হওয়া, রাজসংসারের প্রধান কর্ত্রীরূপে পাটেশ্বরী হইয়া বসা,—এ সব ঋষির বক্তব্য নহে, শকুন্তলার কপালে থাকে, হইবে, নচেৎ নহে। উহা শকুন্তলার অদৃষ্টাপেক্ষ, ঋষির অনুরোধাপেক্ষ নহে;—ইত্যাদি গুরুগম্ভীর উক্তি করিয়া কণ্ব যে কত বড় মহাপ্রাণ, তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজ শকুন্তলার বিদায়কালে, জীবন্মুক্ত মহর্ষিও যেন ক্ষণকালের জন্য সংসারী প্রবীণ গৃহস্বামীর সমভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শকুন্তলা চলিয়া গেলেন। আশ্রমের একটা অঙ্গ যেন খসিয়া গেল। সকলেই বিষাদসাগরে ডুবিল বটে, কিন্তু কণ্ব একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া লঘু হইলেন, যেন পুনর্জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার হৃদয় হাল্‌কা বোধ হইতে লাগিল। স্নেহের প্রভাবে তাঁহার কষ্ট হইল বটে, কিন্তু মনস্বী তিনি, মনের উপর তাঁহার প্রবল আধিপত্য, তিনি কর্ত্তব্যের দিকে চাহিয়া সে কষ্ট সহ্য করিলেন॥ ৭৫-১৩৮॥